

প্রশ্নের
ধরন ১২

শূন্যস্থান পূরণ/শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়/মিলকরণ

(১০টি প্রশ্ন থাকবে; সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)

১×৫ = ৫

শূন্যস্থান পূরণ

প্রথম অধ্যায়) জলবায়ু পরিবর্তন

- কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতাকে — বলে। (জান)
- একটি অঞ্চলের — বছরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ুর হিসাব করা হয়। (জান)
- বাংলাদেশে — মাসে বৃষ্টি হয়। (জান)
- বাংলাদেশে জুন-জুলাই মাসে বাতাসে — বেশি থাকে। (জান)
- বাংলাদেশে শীত পড়ে — ও জানুয়ারি মাসে। (জান)
- বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে —। (জান)
- কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে। (দক্ষতা)
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোর মধ্যে গ্যাসের অতিরিক্ত — অন্যতম। (জান)
- পৃথিবীর — ধীরে ধীরে বৃষ্টি পাচ্ছে। (জান)
- পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দুই মেবুর — গলে যাচ্ছে। (জান)
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সম্পদের — হচ্ছে। (জান)
- পানি প্রবেশ করে ক্ষতি করছে উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমির। (জান)
- অধিক পানি ব্যবহারের ফলে — পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। (জান)
- কম বৃষ্টিপাতের ফলাফল হিসেবে শুকিয়ে যাচ্ছে — মাঠ। (দক্ষতা)
- জলবায়ু পরিবর্তন বেশি হলে — আশংকা বেড়ে যায়। (জান)
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে — হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। (জান)
- কংক্রিট ব্রকের ব্যবহার পরিবেশের — কমায়ে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সুপেয় — অভাব দেখা দিতে পারে। (জান)
- অপ্রয়োজনে ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ — করতে পারি। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- জীবাশ্ম জ্বালানি অধিকমাত্রায় ব্যবহারে বায়ুতে — বেড়ে যায়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
- বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার কারণে — পরিবর্তন হয়। (জান)
- প্রাস্টিকের ব্যবহার — দূষিত করে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
- প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, চাঁদপুর সদর
- পলিথিনজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার পরিবেশকে — করে। (জান)
- পণ্য ব্যবহার পরিবেশ ও জলবায়ুকে ঠিক রাখে। (জান)
- জলবায়ু পরিবর্তন রোধে — প্রয়োজন। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
- সূর্যের আলো — শক্তির বড়ো উৎস। (জান)
- নবায়নযোগ্য শক্তি জলবায়ুর — রক্ষা করে। (জান)
- বনভূমি ধ্বংস হলে বায়ুতে — মাত্রা বাড়ে। (জান)

উত্তর ১. আবহাওয়া; ২. ৩০-৩৫; ৩. জুন-জুলাই; ৪. আর্দ্রতা; ৫. ভিসেক্স; ৬. শীতকালে; ৭. মানবসৃষ্ট; ৮. ব্যবহার; ৯. তাপমাত্রা; ১০. বরফ; ১১. ক্ষতি; ১২. লবণাক্ত; ১৩. ভূগর্ভস্থ; ১৪. ফসলের; ১৫. দুর্যোগের; ১৬. খাদ্যনিরাপত্তা; ১৭. দূষণ; ১৮. পানির; ১৯. শাস্রয়; ২০. কার্বন ডাইঅক্সাইড; ২১. জলবায়ুর; ২২. পরিবেশ; ২৩. দূষিত; ২৪. পরিবেশবান্ধব; ২৫. গাছ লাগানো; ২৬. নবায়নযোগ্য; ২৭. স্বাভাবিকতা; ২৮. কার্বন ডাইঅক্সাইডের।

দ্বিতীয় অধ্যায়) আমরা মানুষ

- শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যবহার করে কাজ করতে অসুবিধা হয় — প্রতিবন্ধিতায়। (জান)
- দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের জন্য শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা ও — ব্যবহার করা প্রয়োজন। (দক্ষতা)
- দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের শ্রেণিকক্ষে — বসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- অটিস্টিক শিশুদের মস্তিষ্কের — সমস্যা থাকে। (জান)
- অনেক অটিস্টিক শিশু — দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। (জান)
- অনেক — শিশু একই কাজ একটানা করতে থাকে। (জান)
- সমস্যাগ্রস্তরা অনেক সময় নিয়ে কাজ করে। (জান)
- বুদ্ধি সমস্যাগ্রস্তদের — বুঝে সাড়া দেওয়া প্রয়োজন। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- প্রবণ সমস্যাগ্রস্তদের চিহ্ন বা — দেখিয়ে সহায়তা করা যেতে পারে। (দক্ষতা)
- শিখন পরিবেশে 'ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রস্তুত করতে পারে। (জান)
- মিলেমিশে কাজ করলে পারস্পরিক — তৈরি হয়। (দক্ষতা)
- বিদ্যালয়ের সকল কাজ আমরা — করব। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি — ছেলে ও মেয়ে উভয়েই হতে পারবে। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)

উত্তর ২৯. শারীরিক; ৩০. উপকরণ; ৩১. সামনে; ৩২. বিকাশগত; ৩৩. চোখের; ৩৪. অটিস্টিক; ৩৫. বুদ্ধি; ৩৬. মনোভাব; ৩৭. ভিডিও; ৩৮. সমতাভিত্তিক; ৩৯. সম্মানবোধ; ৪০. মিলেমিশে; ৪১. দলনেতা।

তৃতীয় অধ্যায়) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

- গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম — বা গারো ভাষা। (জান)
- গারো নারী-পুরুষ পারস্পরিক — বিশ্বাসী। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- গারোদের আদি ধর্ম। (জান)
- গারোদের বিশেষভাবে তৈরি — নাম নকমান্দি। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
- দকবান্দা ও — গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। (জান)
- গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম —। (জান)
- গারোরা — দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নতুন শস্য উৎসর্গ করে। (জান)
- খাসি গ্রামকে বলে —। (জান)
- খাসি সমাজ —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
- খাসি সমাজে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সহযোগিতা ও — মাধ্যমে কাজকর্ম করে। (মূল্যবোধ ও দক্ষিজি)
- খাসিরা প্রচুর পান ও — চাষ করে। (জান)
- খাসি জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম —। (জান)
- খাসিদের প্রধান দেবতা —। (জান)
- খাসি মেয়েরা কাজিম পিন নামের ব্রাউজ ও — পরে। (জান)
- খাসি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক —। (জান)
- উৎসবে খাসিরা নতুন বছরকে বরণ করে। (জান)
- ওঁরাওদের সমাজব্যবস্থা —। (জান)
- ওঁরাওদের প্রধান দেবতা —। (জান)
- ওঁরাওদের প্রধান খাবার —। (জান)

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর)

(প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, পাঁচগাঁও, চাঁদপুর)

৬৩২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৬১. ওঁরাও জনগোষ্ঠী বিভিন্ন — পূজা করে। (জান)
 ৬২. ওঁরাওদের ভাষার নাম কুড়ুখ ও —। (জান)
 ৬৩. — ওঁরাওদের প্রধান উৎসব। (জান)
 ৬৪. ওঁরাওরা তাদের ঐতিহ্যবাহী — নিজেরাই তৈরি করে। (জান)
 ৬৫. শ্রো জনগোষ্ঠী বসবাস করে — জেলার বিভিন্ন উপজেলায়। (জান)
 ৬৬. শ্রো নৃগোষ্ঠী জীবনধারণের জন্য — চাষ করে।
 (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ৬৭. শ্রোদের রয়েছে — সমাজব্যবস্থা। (জান)
 ৬৮. বর্তমানে অনেক শ্রো নতুন-প্রবর্তিত ধর্ম — পালন করছে। (জান)
 ৬৯. শ্রোরা — চাষ করে জীবনধারণ করে। (জান)
 ৭০. শ্রো মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম —। (জান)
 ৭১. শ্রোরা বর্ষবরণের জন্য — উৎসব পালন করে। (জান)
 ৭২. সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা —। (জান)
 ৭৩. সাঁওতাল মেয়েদের দুই খণ্ড কাপড়ের নিচের অংশকে বলে —।
 (জান)
 ৭৪. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব —। (জান)
 ৭৫. সোহরাই উৎসব পালন করা হয় — মাসে। (জান)
 ৭৬. আমরা সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি — করব। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪) (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, পাঁচলাইপ, চট্টগ্রাম)

উত্তর ৪২. আচিক; ৪৩. শ্রম্ভাবোধে; ৪৪. সাংসারেক; ৪৫. ঘরের; ৪৬. দকসারি; ৪৭. ওয়ানগালা; ৪৮. সালজং; ৪৯. পুঞ্জি; ৫০. মাতৃতাত্ত্বিক; ৫১. সমঝোতার; ৫২. সুপারি; ৫৩. মনখেম; ৫৪. উরাই নাংখউ; ৫৫. লুঞ্জি; ৫৬. ফুংগ মাবু; ৫৭. খাসি সেং কুট্রেম; ৫৮. পিতৃতাত্ত্বিক; ৫৯. ধার্মেশ; ৬০. ভাত; ৬১. দেবতার; ৬২. সাদরি; ৬৩. কারাম; ৬৪. বাদ্যযন্ত্র; ৬৫. বান্দরবান; ৬৬. জুম; ৬৭. গ্রামভিত্তিক; ৬৮. ক্রামা; ৬৯. জুম; ৭০. ওয়াক্রাই; ৭১. চাক্রান; ৭২. পিতৃতাত্ত্বিক; ৭৩. পাড়হাট; ৭৪. সোহরাই; ৭৫. পৌষ; ৭৬. শ্রম্ভা পোষণ।

চতুর্থ অধ্যায়) আমাদের স্মরণীয় নেতা

৭৭. এ কে ফজলুল হককে — বলা হয়। (জান)
 ৭৮. 'শেরে বাংলা' অর্থ —। (জান)
 ৭৯. এ কে ফজলুল হক ছিলেন অসাধারণ —। (দক্ষতা)
 ৮০. এ কে ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন — সালে। (জান)
 ৮১. এ কে ফজলুল হক — সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। (জান)
 ৮২. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক — পাটি গঠন করেন। (জান)
 ৮৩. এ কে ফজলুল হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত —।
 (দক্ষতা)
 ৮৪. ঝাঁপের অত্যাচার থেকে — বাঁচানোর জন্য ঝণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ৮৫. এ কে ফজলুল হক — সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। (জান)
 ৮৬. — শব্দের অর্থ নির্ধারিত বা নিশীড়িত। (জান)
 ৮৭. — কে বলা হয় মজলুম জননেতা। (জান)
 ৮৮. মওলানা ভাসানী — সালে জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
 ৮৯. মওলানা ভাসানী — বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। (জান)
 ৯০. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানচরে কৃষকদের জন্য — ভিত্তিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ৯১. মওলানা আবদুল হামিদ খান কৃষকদের রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ করে — উপাধি পান। (দক্ষতা)
 ৯২. ১৯৩৭ সালে মওলানা ভাসানী — লীগে যোগ দেন। (জান)
 ৯৩. ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী — কর্মসূচি দেন।
 (জান)

৯৪. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের — জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
 ৯৫. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ও — ডিগ্রি লাভ করেন। (জান)
 ৯৬. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী — হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।
 (জান)
 ৯৭. সোহরাওয়ার্দী বাংলা প্রাদেশিক সরকারের শ্রমমন্ত্রী, সরবরাহ মন্ত্রী এবং — ছিলেন। (দক্ষতা)
 ৯৮. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী — গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩) (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬, পাঁচলাইপ, চট্টগ্রাম)
 ৯৯. শেখ মুজিবুর রহমান — সালে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। (জান)
 ১০০. — সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। (জান)
 ১০১. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ — ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। (জান)
 ১০২. ৭ই মার্চের ভাষণ পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষকে — জন্য উজ্জীবিত করে। (দক্ষতা)
 ১০৩. শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং — হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (দক্ষতা)

উত্তর ৭৭. শেরে বাংলা; ৭৮. বাংলার বাঘ; ৭৯. বাগ্মী; ৮০. ১৮৭৩; ৮১. ১৮৯৬; ৮২. কৃষক-প্রজা; ৮৩. প্রধানমন্ত্রী; ৮৪. কৃষকদের; ৮৫. ১৯২৪; ৮৬. মজলুম; ৮৭. মওলানা আবদুল হামিদ খান; ৮৮. ১৮৮০; ৮৯. প্রাথমিক; ৯০. স্বেচ্ছাপ্রণয়; ৯১. ভাসানী; ৯২. মুসলিম; ৯৩. লং মার্চ; ৯৪. মেদিনীপুর; ৯৫. বিসিএল; ৯৬. আইনজীবী; ৯৭. প্রধানমন্ত্রী; ৯৮. যুক্তফ্রন্ট; ৯৯. ১৯৬৬; ১০০. ১৯৬৮; ১০১. শেখ মুজিবুর রহমান; ১০২. স্বাধীনতার; ১০৩. রাষ্ট্রপতি।

পঞ্চম অধ্যায়) আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

১০৪. — সালে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। (জান)
 ১০৫. ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হয় — আন্দোলন। (জান)
 ১০৬. শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের — মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। (জান)
 ১০৭. ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালির ওপর আক্রমণকে পাকিস্তানি বাহিনী নাম দেয় অপারেশন —। (জান)
 ১০৮. 'অপারেশন সার্চলাইট' বাংলাদেশের ইতিহাসে — নামে পরিচিত।
 (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ১০৯. ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের — ঘোষণা করেন। (জান)
 ১১০. মেজর জিয়াউর রহমান — পক্ষে পুনরায় ২৭শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। (জান)
 ১১১. ১৯৭১ সালের — এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। (জান)
 ১১২. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের — এপ্রিল
 (জান)
 ১১৩. তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন মুজিবনগর সরকারের —। (জান)
 ১১৪. যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারাদেশকে — টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। (জান)
 ১১৫. মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন দেশে — প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। (জান)
 ১১৬. মুজিবনগর সরকার গঠনের ফলে — গতি সঞ্চার হয়। (দক্ষতা)
 ১১৭. বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গঠিত হয় —। (দক্ষতা)
 ১১৮. মুক্তিবাহিনীর প্রধান — ছিলেন জেনারেল মহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী। (জান)
 ১১৯. মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি —। (জান)



১২০. মুক্তিবাহিনীকে তিনটি — ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল। (জান)
১২১. 'জেড' ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন —। (জান)
১২২. মুক্তিযোদ্ধাদের — আমরা কখনো ভুলব না। (মুন্সিংবোম ও মুক্তিজঙ্গি)
১২৩. — অংশগ্রহণ করেন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। (জান)
১২৪. প্রতিবছর — ডিসেম্বর, 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়। (দক্ষতা)
১২৫. মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত — গঠন করে। (জান)
১২৬. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করেছিলেন ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় শিল্পী —। (জান)
১২৭. মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে গঠন করা হয় —। (জান)
১২৮. ১৯৭১ সালের — ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতে বোমা হামলা করে। (জান)
১২৯. ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৫টা ১০ মিনিটে জেনারেল নিয়াজি — ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। (জান)
১৩০. ১৬ই ডিসেম্বর — স্বজাতি পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। (জান)
১৩১. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে — প্রতিনিধিত্ব করেন এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার। (জান)
১৩২. বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক — টি রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদান করে। (জান)
১৩৩. মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব —। (জান)
১৩৪. নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুজন — খেতাবপ্রাপ্ত। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
১৩৫. মুক্তিযোদ্ধা ও — মানুষের অবদানে আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। (মুন্সিংবোম ও মুক্তিজঙ্গি)
১৩৬. মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে — করব চিরকাল। (মুন্সিংবোম ও মুক্তিজঙ্গি)

উত্তর ১০৪. ১৯৫২; ১০৫. শিক্ষা; ১০৬. ৭ই; ১০৭. সার্চলাইট; ১০৮. 'কালরাত'; ১০৯. স্বাধীনতা; ১১০. শেখ মুজিবুর রহমানের; ১১১. ১০ই; ১১২. ১৭ই; ১১৩. প্রধানমন্ত্রী; ১১৪. ১১; ১১৫. কূটনৈতিক; ১১৬. মুক্তিযুদ্ধে; ১১৭. মুক্তিবাহিনী; ১১৮. সেনাপতি; ১১৯. এ কে খন্দকার; ১২০. ব্রিগেড; ১২১. মেজর জিয়াউর রহমান; ১২২. অবদান; ১২৩. মুক্তিযুদ্ধে; ১২৪. ১৪ই; ১২৫. মিত্রবাহিনী; ১২৬. জর্জ হ্যারিসন; ১২৭. বৌদ্ধবাহিনী; ১২৮. তরা; ১২৯. রেসকোর্স; ১৩০. ৯ত; ১৩১. বাংলাদেশের; ১৩২. চার; ১৩৩. বীরউত্তম; ১৩৪. বীরপ্রতীক; ১৩৫. সাধারণ; ১৩৬. স্বরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

১৩৭. বগুড়া শহর থেকে প্রায় — কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থানগড়। (জান)
১৩৮. — নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। (জান)
১৩৯. মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় পরিচিত ছিল — নামে। (জান)
১৪০. মহাস্থানগড়ের আকৃতি —। (জান)
১৪১. উত্তর-দক্ষিণে মহাস্থানগড়ের বিস্তৃতি — মিটার। (জান)
১৪২. মহাস্থানগড় প্রায় — মিটার উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। (জান)
১৪৩. চণ্ডা — প্রাচীন দুর্গ পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে। (দক্ষতা)
১৪৪. প্রাচীন ব্রাহ্মী — পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে। (জান)
১৪৫. মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত 'খোদাই পাথর' — মিটার লম্বা। (জান)
১৪৬. উয়ারী ও বটেশ্বর নামক গ্রাম দুটির অবস্থান — জেলায়। (জান)
১৪৭. উয়ারী-বটেশ্বরে নগরায়ণের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল — এবং বাণিজ্য নগর। (জান)
১৪৮. ছাপাঙ্কিত — পাওয়া গেছে উয়ারী-বটেশ্বরে। (জান)
১৪৯. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত রাজশাহী বিভাগের — জেলায়। (জান)

৫ম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা ২২৬

১৫০. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার পরিচিত — বিহার নামে। (জান)
১৫১. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয় রাজা — শাসনামলে। (জান)
১৫২. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে — ভিক্ষুক আছেন। (জান)
১৫৩. ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধের আবক্ষ অংশ পাওয়া গেছে — বিহারে।
১৫৪. ময়নামতি অবস্থিত — শহরের কাছে। (জান)
১৫৫. অষ্টম শতকের রাজা — স্ত্রী ময়নামতির কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ময়নামতি স্থানটি। (জান)
১৫৬. বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল —। (জান)
১৫৭. হিন্দু ও — ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে ময়নামতিতে। (জান)
১৫৮. ময়নামতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হলো — বিহার। (জান)
১৫৯. শালবন বিহারে ভিক্ষুক রয়েছে — টি। (জান)
১৬০. শালবন বিহারের দৈর্ঘ্য — ফুট। (জান)
১৬১. ময়নামতির উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন — বিহার ও ভোজ বিহার। (দক্ষতা)
১৬২. খাদযুক্ত — পাওয়া গেছে ময়নামতিতে। (দক্ষতা)
১৬৩. পানামনগর অবস্থিত —। (জান)
১৬৪. প্রাচীন বাংলার মুসলিম সুলতানদের রাজধানী —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
১৬৫. সোনারগাঁও অবস্থিত — জেলায় মেঘনা নদীর তীরে। (জান)
১৬৬. সোনারগাঁও সৃতিবস্ত্রের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয় — আমলে। (জান)
১৬৭. উনিশ শতকে হিন্দু বণিকেরা আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেন —। (জান)
১৬৮. পানামনগরের সড়ক ছিল ৫ মিটার প্রশস্ত ও — মিটার দীর্ঘ। (জান)
১৬৯. পানামনগরে রয়েছে — টি বাড়ি। (জান)
১৭০. পানামনগরের চারদিক সুরক্ষিত রাখে কৃত্রিম খাল বা —। (জান)
১৭১. লালবাগ কেল্লা অবস্থিত — নদীর তীরে। (জান)
১৭২. লালবাগ কেল্লার প্রথম নাম —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
১৭৩. লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করা হয় — সালে। (জান)
১৭৪. লালবাগ দুর্গটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন শাহজাদা —। (জান)
১৭৫. পরবর্তীতে লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন —। (জান)
১৭৬. লালবাগ কেল্লা — একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। (জান)
১৭৭. লালবাগ কেল্লার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে — সমাধি। (জান)
১৭৮. জাদুঘরের ভিতরে আমরা কোনো — হাত দিব না। (মুন্সিংবোম ও মুক্তিজঙ্গি)
১৭৯. বিভিন্ন প্রশ্ন নিদর্শন — করা হয় জাদুঘরে। (জান)
১৮০. ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো আমাদের — বাহক। (দক্ষতা)

উত্তর ১৩৭. ১৩; ১৩৮. করতোয়া; ১৩৯. 'পুন্ড্রনগর'; ১৪০. আয়তাকার; ১৪১. ১৫০০; ১৪২. ৬; ১৪৩. খাদবিশিষ্ট; ১৪৪. শিলালিপি; ১৪৫. ৩.৩৫; ১৪৬. নরসিংদী; ১৪৭. নদীবন্দর; ১৪৮. রৌপ্যমুদ্রা; ১৪৯. নওগাঁ; ১৫০. সোমপুর; ১৫১. ধর্মপালের; ১৫২. ১৭৭টি; ১৫৩. সোমপুর; ১৫৪. কুমিল্লা; ১৫৫. মানিকগঞ্জের; ১৫৬. ময়নামতি; ১৫৭. জৈন; ১৫৮. শালবন; ১৫৯. ১১৫; ১৬০. ৫৫০; ১৬১. আনন্দ; ১৬২. স্বর্ণমুদ্রা; ১৬৩. সোনারগাঁওয়ে; ১৬৪. সোনারগাঁও; ১৬৫. নারায়ণগঞ্জ; ১৬৬. ঔপনিবেশিক; ১৬৭. পানামনগরকে; ১৬৮. ৬০০; ১৬৯. ৫২; ১৭০. পরিখা; ১৭১. বুড়িগঙ্গা; ১৭২. কেল্লা আওরজাবাদ; ১৭৩. ১৬৭৮; ১৭৪. মোহাম্মদ আযম; ১৭৫. শাহেন্সা খান; ১৭৬. ১৮; ১৭৭. পরীবিবির; ১৭৮. নিদর্শনে; ১৭৯. সংরক্ষণ; ১৮০. ইতিহাসের।

সপ্তম অধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

১৮১. বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব —। (জান)
 ১৮২. হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে আছে —। (জান)
 ১৮৩. বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব —। (জান)
 ১৮৪. খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব —। (জান)
 ১৮৫. খাবার হিসেবে ভাত ও — পাকিস্তানের মানুষের পছন্দ। (দক্ষজ)
 ১৮৬. মালয়ীপের বেশিরভাগ মানুষ — ভাষায় কথা বলে। (জান)
 ১৮৭. গরুখিয়া এবং — মালয়ীপের দুটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম। (দক্ষজ)
 ১৮৮. মালয়ীপের লম্বা হাতালা জামার নাম —। (জান)
 ১৮৯. ঐতিহ্যগতভাবে মালয়ীপের পুরুষরা শার্টের সাথে পাগড়ি জাতীয় — পরেন। (জান)
 ১৯০. মালয়ীপের রাষ্ট্রধর্ম —। (জান)
 ১৯১. নেপালের নামকরা খাবারের নাম —। (জান)
 ১৯২. নেপালের পুরুষদের রাষ্ট্রীয় পোশাক —। (জান)
 ১৯৩. আফগানিস্তানে পশতু ও — প্রধান ভাষা। (জান)
 ১৯৪. — শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা। (জান)
 ১৯৫. ভাত ও চিহড়ি দিয়ে তৈরি — শ্রীলঙ্কার সাধারণ খাবার। (জান)
 ১৯৬. শ্রীলঙ্কার মহিলাদের পোশাক হলো —। (জান)
 ১৯৭. শ্রীলঙ্কার বড়ো — উৎসব হলো 'ভেসাক পোয়া'। (জান)
 ১৯৮. ভুটানের রাষ্ট্রীয় ভাষা —। (জান)
 ১৯৯. ভুটানে — ও পনির অত্যন্ত জনপ্রিয়। (জান)
 ২০০. ভুটানের পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো —। (জান)
 ২০১. ভুটানের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক —। (জান)
 ২০২. ভুটানে বসন্তে পালিত হয় — উৎসব। (জান)
 ২০৩. আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি — হবো। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)

উত্তর ১৮১. ঈদুল ফিতর; ১৮২. কালাীপূজা; ১৮৩. বৃষপূর্ণিমা; ১৮৪. বড়োদিন; ১৮৫. বুটি; ১৮৬. দিভেহি; ১৮৭. ফিহুনা; ১৮৮. দেবী লিভা; ১৮৯. মুতু; ১৯০. ইসলাম; ১৯১. থাকালি খালি; ১৯২. দৌরা সুবুওয়াল; ১৯৩. দারি; ১৯৪. সিংহলী; ১৯৫. কিরিবাথ; ১৯৬. শাড়ি; ১৯৭. ধর্মীয়; ১৯৮. জংবা; ১৯৯. মাখন; ২০০. 'ঘো'; ২০১. 'কিরা'; ২০২. পারো; ২০৩. শ্রদ্ধাশীল।

অষ্টম অধ্যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

২০৪. — সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (জান)
 ২০৫. সার্ক একটি — সংস্থা। (জান)
 ২০৬. — সালে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। (জান)
 ২০৭. সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত নেপালের রাজধানী —। (জান)
 ২০৮. সার্কের সর্বশেষ সদস্যভুক্ত দেশ —। (জান)
 ২০৯. সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা — টি। (জান)
 ২১০. বিশ্বের একটি — অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া। (জান)
 ২১১. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অপরের — প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২১২. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে — করবে না। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২১৩. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি — হবে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ২১৪. ওআইসি একটি — সংস্থা। (জান)
 ২১৫. ওআইসির জন্ম হয় — সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। (জান)
 ২১৬. ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের —। (জান)
 ২১৭. ওআইসির বর্তমান সদস্য — টি দেশ। (জান)
 ২১৮. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত — সম্মেলনে। (দক্ষজ)

২১৯. ওআইসির একটি কাজ হচ্ছে — নির্মূল করা। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ২২০. বাংলাদেশ ওআইসির — তম সদস্য। (জান)
 ২২১. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান — করে ওআইসি। (দক্ষজ)
 ২২২. ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য — সমর্থন করে ওআইসি। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২২৩. জাতিসংঘ গঠিত হয় — সালের ২৪শে অক্টোবর। (জান)
 ২২৪. জাতিসংঘের সদর দপ্তর —। (জান)
 ২২৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে — সালে। (জান)
 ২২৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে — তম সাধারণ অধিবেশনে। (জান)
 ২২৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের — তম সদস্য রাষ্ট্র। (জান)
 ২২৮. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা —। (জান)
 ২২৯. বিশ্বের সকল দেশের মানুষই — আবিষ্কারের সুবিধা ভোগ করতে পারে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
 ২৩০. আমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে — হিসেবে। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২৩১. আমার কাজ দ্বারা উপকৃত হতে হবে রাষ্ট্র ও —। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)

উত্তর ২০৪. রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান; ২০৫. আঞ্চলিক; ২০৬. ১৯৮৫; ২০৭. কাঠমান্ডুতে; ২০৮. আফগানিস্তান; ২০৯. ৮; ২১০. জনবহুল; ২১১. সার্বভৌমত্বের; ২১২. হস্তক্ষেপ; ২১৩. শ্রদ্ধাশীল; ২১৪. আন্তর্জাতিক; ২১৫. ১৯৬৯; ২১৬. জেনোয়া; ২১৭. ৫৭; ২১৮. দ্বিতীয়; ২১৯. বর্ণবিষমতা; ২২০. ৩২; ২২১. সহযোগিতা; ২২২. সংগ্রামকে; ২২৩. ১৯৪৫; ২২৪. নিউইয়র্কে; ২২৫. ১৯৭৪; ২২৬. ২৯; ২২৭. ১৩৬; ২২৮. ১৯৩; ২২৯. জনকল্যাণমূলক; ২৩০. বিশ্ব নাগরিক; ২৩১. বিশ্বকে।

নবম অধ্যায় রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

২৩২. রাষ্ট্র বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকে — বজায় থাকলে। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২৩৩. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের — রয়েছে। (দক্ষজ)
 ২৩৪. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সকলের — মেনে চলা উচিত। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২৩৫. — বয়স হলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ভোটাধিকার অংশগ্রহণ করতে পারে। (জান)
 ২৩৬. ভোট দেওয়া নাগরিকের — অধিকার। (জান)
 ২৩৭. — প্রদান করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। (মূল্যবোধ ও দক্ষজ)
 ২৩৮. সামাজিক সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক — ব্যাহত করে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ২৩৯. পুলিশের শিকার শিশু — ডেকে পড়ে। (জান)
 ২৪০. শ্রমিক হিসেবে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো একটি সামাজিক —। (দক্ষজ)
 ২৪১. — না হলে বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। (মূল্যবোধ ও নৃসৃষ্টিজি)
 ২৪২. বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে — নম্বরে ফোন করতে হয়। (দক্ষজ)
 ২৪৩. — নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯ নম্বরে ফোন করতে হয়। (দক্ষজ)
 ২৪৪. বিদ্যালয় একটি — প্রতিষ্ঠান। (জান)
 ২৪৫. স্টুডেন্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে — প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ২৪৬. আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করি- এটা আমার —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
 ২৪৭. আমাদের সম্পত্তি ভোগ ও সংরক্ষণ করার — আছে। (জান)
 ২৪৮. বিশ্বের সকল মানুষের কিছু — পাওয়ার অধিকার আছে। (জান)
 ২৪৯. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সবার সমান — রয়েছে। (জান)

উত্তর ২৩২. সার্বভৌমত্ব; ২৩৩. দায়িত্ব ও কর্তব্য; ২৩৪. আইন; ২৩৫. ১৮ বছর; ২৩৬. রাজনৈতিক; ২৩৭. কর; ২৩৮. জীবনযাপন; ২৩৯. মানসিকভাবে; ২৪০. ব্যাধি; ২৪১. প্রাপ্তবয়স্ক; ২৪২. ১০৯৮; ২৪৩. নারী ও শিশু; ২৪৪. সামাজিক; ২৪৫. নেতৃত্ব; ২৪৬. মানবাধিকার; ২৪৭. অধিকার; ২৪৮. সুযোগ-সুবিধা; ২৪৯. মানবাধিকার।

দশম অধ্যায়) নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

২৫০. অন্যের মতকে সম্মান করাই —। (জান)
২৫১. প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন —।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
২৫২. পরমতসহিষ্ণুতা একটি — গুণ। (জান)
২৫৩. প্রতিটি মানুষেরই — মতামত আছে। (জান)
২৫৪. পরমতসহিষ্ণুতা — মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। (দক্ষতা)
২৫৫. অপরের মতামত আমরা — সহকারে শুনব। (মূল্যবোধ ও সৃষ্টিভিত্তিক)
২৫৬. পরমতসহিষ্ণুতা আমাদের — শেখায়। (দক্ষতা)
২৫৭. — আচরণের পূর্বশর্ত হলো পরমতসহিষ্ণুতা। (জান)
২৫৮. সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও — মানুষ বাস করে। (দক্ষতা)
২৫৯. পরমতসহিষ্ণুতা আছে বলেই সমাজে আমরা — বাস করি।
(দক্ষতা)

২৬০. সকলেরই অন্যের মতামতকে — করা উচিত।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
২৬১. পরমতসহিষ্ণুতার গুণ সমাজে — বজায় রাখে। (দক্ষতা)
উত্তর ২৫০. পরমতসহিষ্ণুতা; ২৫১. পরমতসহিষ্ণুতা; ২৫২. মানবীয়;
২৫৩. নিজস্ব; ২৫৪. ব্যক্তিগত; ২৫৫. মনোযোগ; ২৫৬. সহনশীলতা; ২৫৭. গণতান্ত্রিক; ২৫৮. বর্ণের; ২৫৯. মিলেমিশে; ২৬০. সম্মান; ২৬১. শান্তি-
শৃঙ্খলা।

একাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

২৬২. মানুষের কাছে — পথ বেশি জনপ্রিয়। (জান)
২৬৩. বাংলাদেশে মিটারগেজ, ব্রডগেজ ও — এ তিন ধরনের রেলপথ
আছে। (জান)
২৬৪. নৌপথে যাতায়াত ও গণ্য পরিবহণে — অনেক কম। (দক্ষতা)
২৬৫. অভ্যন্তরীণ নদীপথ ও — সমুদ্রপথ নিয়ে আমাদের নৌপথ। (জান)
২৬৬. বাংলাদেশের অন্যতম — বন্দর হলো পায়রা। (দক্ষতা)
২৬৭. দেশে অভ্যন্তরীণ ও — দুই ধরনের বিমানবন্দর রয়েছে। (দক্ষতা)
২৬৮. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর — অবস্থিত। (দক্ষতা)
২৬৯. যশোরে বাংলাদেশের — বিমানবন্দর রয়েছে। (জান)
২৭০. — নদীর তলদেশে টানেল রয়েছে। (জান)
২৭১. নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় — এর
মাধ্যমে। (দক্ষতা)
২৭২. বড়ো বড়ো শহরে — নিয়ন্ত্রণে জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করা
হয়। (জান)
২৭৩. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সম্ভাব্য কত সময় লাগবে
— সিস্টেমের মাধ্যমে তা জানা যায়। (জান)

উত্তর ২৬২. রেল; ২৬৩. ডুয়েলগেজ; ২৬৪. ব্যয়; ২৬৫. উপকূলীয়;
২৬৬. সমুদ্র; ২৬৭. আন্তর্জাতিক; ২৬৮. চট্টগ্রামে; ২৬৯. অভ্যন্তরীণ; ২৭০.
কর্ণফুলী; ২৭১. জিপিএস; ২৭২. ট্র্যাফিক; ২৭৩. জিপিএস।

দ্বাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

২৭৪. বনভূমি — রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
২৭৫. গাছপালা মাটির — রোধ করে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
২৭৬. খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাজামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের
পাহাড়ি এলাকায় — বনভূমি অবস্থিত। (জান)

২৭৭. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের অপর নাম —। (জান)
২৭৮. শীতকালে যে বনের গাছের পাতা ঝরে যায় তাকে — বলা হয়।
(জান)
২৭৯. পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে —। (জান)
২৮০. সিলেটের — বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মিঠা পানির জলাবন।
(জান)

২৮১. বনভূমি পরিবেশের — বজায় রাখে। (দক্ষতা)
২৮২. গাছপালাবিহীন এলাকা — পরিণত হয়। (জান)
২৮৩. সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ —
শতাংশ। (জান)
২৮৪. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমি প্রয়োজন মোট ভূমির
— শতাংশ। (দক্ষতা)
২৮৫. বন দখল করে — ভূমির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
(মূল্যবোধ ও সৃষ্টিভিত্তিক)
২৮৬. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত —
সমুদ্র সৈকত। (জান)
২৮৭. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় —। (জান)
২৮৮. নৈসর্গিক — ভরপুর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। (জান)
২৮৯. বান্দরবান জেলা বাংলাদেশের — চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত।
(জান)

২৯০. রাজস্ব আয় ও — অর্জনের একটি কার্যকর ঋতু হলো পর্যটন।
(জান)
২৯১. পর্যটনের উন্নয়নের ফলে দেশের — উন্নয়ন হয়।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
২৯২. পর্যটন শিল্পের প্রসার দেশে বহু লোকের — সৃষ্টি করে।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
২৯৩. আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানে — স্থাপনা নির্মাণ
করে সৌন্দর্য নষ্ট করা হচ্ছে। (দক্ষতা)
২৯৪. সঠিক পরিকল্পনা ও — অভাবে আমরা পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে
আছি। (মূল্যবোধ ও সৃষ্টিভিত্তিক)

উত্তর ২৭৪. জীববৈচিত্র্য; ২৭৫. ক্ষয়; ২৭৬. ক্রান্তীয় চিরসবুজ; ২৭৭.
শালবন; ২৭৮. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বন; ২৭৯. সুন্দরবনে; ২৮০. রাতারগুল;
২৮১. ভারসাম্য; ২৮২. মরুভূমিতে; ২৮৩. ১৭; ২৮৪. ২৫; ২৮৫. শিল্প ও
কৃষিকাজে; ২৮৬. কুয়াকাটা; ২৮৭. ১৮ কিলোমিটার; ২৮৮. সৌন্দর্যে;
২৮৯. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের; ২৯০. বৈদেশিক মুদ্রা; ২৯১. অর্থনৈতিক;
২৯২. কর্মসংস্থান; ২৯৩. অপরিকল্পিত; ২৯৪. রক্ষণাবেক্ষণের।

ত্রয়োদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

২৯৫. গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান — সম্পদ। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
২৯৬. কয়লা, কঠিন শিলা, খনিজ তেল সবই — সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
(জান)
২৯৭. সেগুন, মেহগনি, শাল ইত্যাদি — সম্পদ। (জান)
২৯৮. আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত কাঠ — সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
২৯৯. মোম ও মধু — সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (দক্ষতা)
৩০০. পানির প্রধান উৎস হলো —। (জান)
৩০১. গৃহস্থালি, কৃষি, শিল্প ও — উৎপাদনে পানি ব্যবহৃত হয়। (দক্ষতা)
৩০২. মৎস সম্পদের উৎস হলো —। (জান)
৩০৩. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদজাত ও —
রয়েছে। (দক্ষতা)
৩০৪. কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনে — ব্যবহার হয়।
(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
৩০৫. সমুদ্রের পানি থেকে — তৈরি করা হয়। (জান)
৩০৬. সার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে — ব্যবহৃত হয়। (দক্ষতা)
৩০৭. বনজ সম্পদ প্রকৃতির — রক্ষায় সাহায্য করে। (দক্ষতা)

৬৩৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

৩০৮. উপকূলীয় বনভূমি প্রাকৃতিক — মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (জ্ঞান)
৩০৯. মালামাল পরিবহণে সমুদ্র ও — পথ ব্যবহার করা হয়। (জ্ঞান)
৩১০. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে — বৃদ্ধি করতে হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর ২৯৫. খনিজ; ২৯৬. খনিজ; ২৯৭. বনজ; ২৯৮. বনজ; ২৯৯. বনজ; ৩০০. বৃষ্টি; ৩০১. বিদ্যুৎ; ৩০২. পানি; ৩০৩. প্রাণীজ সম্পদ; ৩০৪. পানি; ৩০৫. লবণ; ৩০৬. গ্যাস; ৩০৭. ভারসাম্য; ৩০৮. দুর্ঘোণ; ৩০৯. নদী; ৩১০. জনসচেতনতা।

চতুর্দশ অধ্যায়) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

৩১১. মানুষ — পরিণত হয় বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করে। (দক্ষতা)
৩১২. দক্ষ মানুষজনই একটি দেশের —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
৩১৩. মেডিকেল — জনসম্পদের উদাহরণ। (দক্ষতা)
৩১৪. বাংলাদেশ একটি — দেশ। (জ্ঞান)
৩১৫. দেশে বিভিন্ন ধরনের — প্রচুর দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। (জ্ঞান)
৩১৬. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই — শ্রমিক। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
৩১৭. দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে প্রচুর — উপার্জন করা সম্ভব। (দক্ষতা)
৩১৮. দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হলে — কমে যাবে। (দক্ষতা)

৩১৯. একটি শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য — প্রয়োজন। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
৩২০. যে দেশ জনসম্পদে যত উন্নত, সে দেশ — দিক থেকেও তত উন্নত। (দক্ষতা)
৩২১. সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে অফিস-আদালতে — পায়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
৩২২. — শিক্ষা গ্রহণ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। (জ্ঞান)
৩২৩. মধ্য চাব ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য দরকার — শিক্ষা। (জ্ঞান)
৩২৪. সাধারণ শিক্ষায় — হয়ে শিক্ষক হওয়া যায়। (জ্ঞান)
৩২৫. আমরা কারিগরি — নিয়ে দক্ষ জনশক্তি হয়ে উঠতে পারি। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

৩২৬. একটি দেশের উন্নয়নের মূল — হচ্ছে সে দেশের দক্ষ জনশক্তি। (জ্ঞান)
৩২৭. দক্ষ জনশক্তি পরিবারের আর্থিক — পূরণ করে। (জ্ঞান)
৩২৮. দক্ষ জনসম্পদ দেশে বিদেশি — বৃদ্ধিতে সহায়ক। (দক্ষতা)
৩২৯. বেকারত্ব দূর হলে বাংলাদেশের মানুষের — আয় বাড়বে। (দক্ষতা)
উত্তর ৩১১. জনসম্পদ; ৩১২. জনসম্পদ; ৩১৩. টেকনিশিয়ান; ৩১৪. জনবহুল; ৩১৫. শিল্প-কলকারখানায়; ৩১৬. অদক্ষ; ৩১৭. বৈদেশিক মুদ্রা; ৩১৮. বেকারত্ব; ৩১৯. দক্ষ জনবল; ৩২০. অর্থনৈতিক; ৩২১. চাকরি; ৩২২. কারিগরি; ৩২৩. বৃত্তিমূলক; ৩২৪. শিক্ষিত; ৩২৫. প্রশিক্ষণ; ৩২৬. চালিকাশক্তি; ৩২৭. চাহিদা; ৩২৮. বিনিয়োগ; ৩২৯. মাথাপিছু।

পঞ্চদশ অধ্যায়) ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক

৩৩০. একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের — ব্যক্তিগত বাজেট। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
৩৩১. আয় থেকে ব্যয় করার পর যে উদ্ধৃত থাকে সেটা —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
৩৩২. সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ এমনভাবে বাজেট করে যাতে কিছু টাকা — থাকে। (দক্ষতা)
৩৩৩. মানুষ — প্রয়োজনে সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করে। (দক্ষতা)

৩৩৪. ব্যাংক এক ধরনের — প্রতিষ্ঠান। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
৩৩৫. ব্যাংকে মানুষ — সঞ্চয় করে। (জ্ঞান)
৩৩৬. ব্যাংকে টাকাপয়সা সঞ্চয়ের বিনিময়ে — পাওয়া যায়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
৩৩৭. ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় গুঁজি বা — গড়ে ওঠে। (জ্ঞান)
৩৩৮. ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে টাকা — হিসেবে প্রদান করে। (জ্ঞান)
৩৩৯. যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংক তাদের নিকট থেকে — আদায় করে। (দক্ষতা)
৩৪০. ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় —। (জ্ঞান)
৩৪১. জমা রশিদসহ — কাউন্টারে দিলে ব্যাংক টাকা জমা রাখবে। (দক্ষতা)
৩৪২. ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর কাজে ব্যবহার করা হয় —। (জ্ঞান)
৩৪৩. চেকের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, — লিখে স্বাক্ষর দিতে হয়। (দক্ষতা)
৩৪৪. চেক — কাউন্টারে জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করবে। (জ্ঞান)
উত্তর ৩৩০. পূর্ব পরিকল্পনাই; ৩৩১. সঞ্চয়; ৩৩২. উদ্ধৃত; ৩৩৩. ভবিষ্যৎ; ৩৩৪. আর্থিক; ৩৩৫. টাকা; ৩৩৬. মুনাফা; ৩৩৭. মূলধন; ৩৩৮. ঋণ; ৩৩৯. সুদ; ৩৪০. জমা রশিদ; ৩৪১. 'টাকা গ্রহণ'; ৩৪২. চেক; ৩৪৩. টাকার পরিমাণ; ৩৪৪. 'টাকা প্রদান'।

ষোড়শ অধ্যায়) জরুরি পরিস্থিতি

৩৪৫. জলোচ্ছ্বাস একটি — দুর্ঘোণ। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
৩৪৬. উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসে — হয়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
৩৪৭. সরকারি ও — সংস্থা জলোচ্ছ্বাসগ্রবণ এলাকায় সহায়তা দিয়ে থাকে। (জ্ঞান)
৩৪৮. চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় — প্রভাব দেখা যায়। (দক্ষতা)
৩৪৯. উপকূলীয় এলাকায় টিউবওয়েল — স্থানে স্থাপন করা হয়। (দক্ষতা)
৩৫০. ইউনিয়ন পরিষদের — ও মেম্বারদের নেতৃত্বে দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। (জ্ঞান)
৩৫১. দুর্ঘোণকালে কর্মরত — দল বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। (জ্ঞান)
৩৫২. দুর্ঘোণের — নম্বর বিপদ সংকেত দেখা দিলে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া উচিত। (দক্ষতা)
৩৫৩. দুর্ঘোণকালে স্বেচ্ছাসেবক দল বিভিন্নভাবে — করে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
৩৫৪. স্বেচ্ছাসেবক দল জরুরি — সেবা প্রদান করে। (জ্ঞান)
৩৫৫. জলোচ্ছ্বাসের আগে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী — ব্যাগে ভরে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে গুঁতে রাখতে হয়। (দক্ষতা)
৩৫৬. — মৌসুমে বজ্রপাত হয়। (জ্ঞান)
৩৫৭. বজ্রপাতে — আলোর ঝলকানি দেখা যায়। (জ্ঞান)
৩৫৮. বাংলাদেশে বজ্রপাতজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ —। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
৩৫৯. বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে — অভাব। (জ্ঞান)
৩৬০. বজ্রপাতের সময় পাছের নিচে থাকলে পাছ থেকে কমপক্ষে — মিটার দূরে থাকতে হয়। (দক্ষতা)

- উত্তর ৩৪৫. ভয়াবহ প্রাকৃতিক; ৩৪৬. প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি; ৩৪৭. বেসরকারি; ৩৪৮. জলোচ্ছ্বাসের; ৩৪৯. উঁচু; ৩৫০. চেয়ারম্যান; ৩৫১. স্বেচ্ছাসেবক; ৩৫২. ১০; ৩৫৩. সহায়তা; ৩৫৪. চিকিৎসা; ৩৫৫. পলিথিন; ৩৫৬. বর্ষা; ৩৫৭. আকাশে; ৩৫৮. বাড়ছে; ৩৫৯. জনসচেতনতার; ৩৬০. ৪।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: ১, ৫, ৯, ১৩, ১৭, ২১, ২৫, ২৮; অধ্যায় ২: ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১; অধ্যায় ৩: ৪৩, ৪৮, ৫১, ৫৫, ৫৯, ৬৬, ৭২, ৭৬; অধ্যায় ৪: ৭৭, ৮৩, ৮৫, ৯০, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০৩; অধ্যায় ৫: ১০৬, ১১০, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৩, ১৩৬; অধ্যায় ৬: ১৩৯, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩, ১৬১, ১৬৭, ১৭২, ১৭৮; অধ্যায় ৭: ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ১৯৪, ১৯৯, ২০৩; অধ্যায় ৮: ২০৬, ২১১, ২১৩, ২১৯, ২২৫, ২২৯, ২৩১; অধ্যায় ৯: ২৩২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৩, ২৪৬; অধ্যায় ১০: ২৫১, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬১; অধ্যায় ১১: ২৬২, ২৬৬, ২৬৮, ২৭০, ২৭২, ২৭৩; অধ্যায় ১২: ২৭৫, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৪; অধ্যায় ১৩: ২৯৮, ৩০১, ৩০৪, ৩০৯, ৩১০; অধ্যায় ১৪: ৩১২, ৩১৫, ৩১৮, ৩২১, ৩২৫, ৩২৯; অধ্যায় ১৫: ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪; অধ্যায় ১৬: ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬০।



নিজেকে যাচাই করি: শূন্যস্থান পূরণ



বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ২-এ তোমার প্রকৃতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. সূর্যের আলো — শক্তির বড়ো উৎস।
২. খাসি গ্রামকে বলে —।
৩. বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গঠিত হয় —।
৪. সঠিক পরিকল্পনা ও — অভাবে আমরা পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে আছি।
৫. আমরা ক্লারিগারি — নিয়ে দক্ষ জনশক্তি হয়ে উঠতে পারি।

সেট ২ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. ব্যাংক-মানুষ — সঞ্চয় করে।
২. গৃহস্থালি, কৃষি, শিল্প ও — উৎপাদনে পানি ব্যবহৃত হয়।
৩. — নদীর তলদেশে টানেল রয়েছে।
৪. অপরের মহামত আমরা — সহকারে শুনব।
৫. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের — রয়েছে।

সেট ৩ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. হ্রো জনগোষ্ঠী বসবাস করে — জেলার বিভিন্ন উপজেলায়।
২. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের — এপ্রিল।

৩. জাদুঘরের ভিতরে আমরা কোনো — হাত দিব না।

৪. মালদ্বীপের রাষ্ট্রধর্ম —।

৫. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান — করে ওআইসি।

সেট ৪ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. মহাশ্মশানগড়ের আকৃতি —।
২. ভোট দেওয়া নাগরিকের — অধিকার।
৩. বনভূমি পরিবেশের — বজায় রাখে।
৪. সার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে — ব্যবহৃত হয়।
৫. আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি — হবো।

সেট ৫ শূন্যস্থান পূরণ: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দুই মেঘের — গলে যাচ্ছে।
২. বিদ্যালয়ের সকল কাজ আমরা — করব।
৩. গারোদের বিশেষভাবে তৈরি — নাম নকমান্দি।
৪. এ কে ফজলুল হক ছিলেন অসাধারণ —।
৫. মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব —।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১। ১. নবায়নযোগ্য; ২. পুঞ্জি; ৩. মুক্তিবাহিনী; ৪. রক্ষণাবেক্ষণের; ৫. প্রশিক্ষণ। সেট ২। ১. টাকা; ২. বিদ্যুৎ; ৩. কর্ণফুলী; ৪. মনোযোগ; ৫. দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেট ৩। ১. বান্দরবান; ২. ১৭ই; ৩. নিদর্শনে; ৪. ইসলাম; ৫. সহযোগিতা। সেট ৪। ১. আয়তাকার; ২. রাজনৈতিক; ৩. ভারসাম্য; ৪. গ্যাস; ৫. শ্রমশীল। সেট ৫। ১. বরফ; ২. মিলেমিশে; ৩. ঘরের; ৪. বাগ্মী; ৫. বীরউত্তম।

শুশ্চ-অশুশ্চ নির্ণয়

প্রথম অধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন

১. আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দীর্ঘ সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা। (জ্ঞান)
২. বাংলাদেশে জুন-জুলাই মাসে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। (জ্ঞান)
৩. বাংলাদেশে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শীত পড়ে। (জ্ঞান)
৪. যখন বৃষ্টি হয় তখন বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে। (দক্ষতা)
৫. কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জৈব জ্বালানি। (জ্ঞান)
৬. জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। (জ্ঞান)
৭. অধিক বন উজাড়ের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন-২)
৮. এসি ও ফ্রিজ থেকে নির্গত গ্যাস জলবায়ুকে নির্মল রাখে। (জ্ঞান)
৯. দুই মেঘের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কমেছে। (জ্ঞান)

১০. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে উপকূলীয় কৃষিজমির ক্ষতি করেছে। (জ্ঞান)
১১. কম বৃষ্টিপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। (জ্ঞান)
১২. জলবায়ু পরিবর্তন হলে দুর্ঘোণের আশংকা কমে যায়। (বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন-১)
১৩. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিতে পারে। (দক্ষতা)
১৪. কংক্রিট ব্রকের ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়তা করে। (জ্ঞান)
১৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন-৩)
১৬. ডিজেল এক ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্ন-৫)
১৭. প্রাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে। (জ্ঞান)
১৮. হ্রোত, বাতাস, সূর্যের আলো নবায়নযোগ্য শক্তির বড়ো উৎস। (জ্ঞান)
১৯. নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। (দক্ষতা)

৬৩৮ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২০. কম বনায়ন হলে বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ে। (জান)
 ২১. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জ্বালানির জন্য কাঠ ও কয়লার ব্যবহার বাড়াতে হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
 ২২. পাহাড় কাটা বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)

উত্তর ১. অশুন্দ; ২. শুন্দ; ৩. অশুন্দ; ৪. অশুন্দ; ৫. অশুন্দ; ৬. শুন্দ; ৭. অশুন্দ; ৮. অশুন্দ; ৯. অশুন্দ; ১০. শুন্দ; ১১. শুন্দ; ১২. অশুন্দ; ১৩. শুন্দ; ১৪. শুন্দ; ১৫. শুন্দ; ১৬. শুন্দ; ১৭. অশুন্দ; ১৮. শুন্দ; ১৯. অশুন্দ; ২০. শুন্দ; ২১. অশুন্দ; ২২. শুন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়) আমরা মানুষ

২৩. চলাফেরা ও অন্যান্য কাজে অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের। (দক্ষতা)
 ২৪. হুইল চেয়ার, স্কাচ, র‍্যাম্প হলো অটিস্টিক শিশুদের প্রয়োজনীয় উপকরণ। (দক্ষতা)
 ২৫. দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তরা ছোটো ও দূরের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পায়। (জান)
 ২৬. অটিস্টিক একটি শারীরিক বিকাশগত সমস্যা। (জান)
 ২৭. অনেক অটিস্টিক শিশু গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ হয়। (জান)
 ২৮. অটিস্টিক শিশুদের একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে। (জান)
 ২৯. অটিস্টিক শিশুদের দলে কাজ করতে সুবিধা হয়। (জান)
 ৩০. বৃন্দ্র সমস্যাগ্রস্তরা সমবয়সি শিশুর মতো আচরণ করে। (জান)
 ৩১. বৃন্দ্র সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের আলাদা ও অতিরিক্ত সময় প্রদান করা প্রয়োজন। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
 ৩২. কথা বলার সময় ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্য প্রয়োজন হয় বাক সমস্যাগ্রস্তদের। (জান)
 ৩৩. শ্রবণ সমস্যাগ্রস্তদের কোনো নির্দেশনা মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দেওয়া উচিত। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
 ৩৪. শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুরা ধীর গতিতে কথা বলে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ৩৫. বাক সমস্যাগ্রস্তকে মনোযোগের সাথে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
 ৩৬. নির্দেশনাকে কাজ করলে বেশি ভাল হয়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
 ৩৭. বিদ্যালয়ে সবাই নিজস্বভাবে কাজ করলে কাজের পরিবেশ সুন্দর হয়। (দক্ষতা)
 ৩৮. বিদ্যালয়ে নির্দেশনা কাজ করলে সকলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ৩৯. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে সবাই একে অপরের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৪)
 ৪০. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে ছেলেমেয়ে উভয়েই নিরাপত্তাধীনতা তৈরি হয়। (দক্ষতা)
- উত্তর** ২৩. শুন্দ; ২৪. অশুন্দ; ২৫. অশুন্দ; ২৬. অশুন্দ; ২৭. শুন্দ; ২৮. শুন্দ; ২৯. অশুন্দ; ৩০. অশুন্দ; ৩১. শুন্দ; ৩২. অশুন্দ; ৩৩. শুন্দ; ৩৪. অশুন্দ; ৩৫. শুন্দ; ৩৬. অশুন্দ; ৩৭. অশুন্দ; ৩৮. শুন্দ; ৩৯. শুন্দ; ৪০. অশুন্দ।

তৃতীয় অধ্যায়) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

৪১. 'আচিক' হলো গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা। (জান)
 ৪২. গারোদের বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার পিতার গোত্রের দিক থেকে নির্ধারিত হয়। (জান)
 ৪৩. গারোদের আদি ধর্মের নাম 'সাহসারেক'। (জান)
 ৪৪. বর্তমানে বেশিরভাগ গারো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। (জান)
 ৪৫. গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব 'কারাম'। (জান)
 ৪৬. খাসি জনগোষ্ঠী চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। (জান)
 ৪৭. খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। (জান)

৪৮. খাসিরা বাড়িতে অতিথি এলে পান-সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করে। (জান)
 ৪৯. খাসিদের ভাষার নাম 'কুডুখ' ও 'সাদরি'। (জান)
 ৫০. খাসিদের প্রধান দেবতা 'সালজং'। (জান)
 ৫১. খাসি মেয়েরা 'দকবান্দা ও দকসারি' নামক ব্রাজ ও লুজি পরে। (জান)
 ৫২. খাসি ছেলেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'ফুংগ মাবুং'। (জান)
 ৫৩. খাসি জনগোষ্ঠী 'খাসি সেন্স কুটনেম' বা বর্ষবিদায় উৎসব পালন করে। (জান)
 ৫৪. ওঁরাওদের সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। (জান)
 ৫৫. ওঁরাওদের প্রধান দেবতার নাম 'ধার্মেশ'। (জান)
 ৫৬. ওঁরাওদের ভাষার নাম 'মনখেম'। (জান)
 ৫৭. ওঁরাওদের জীবন কৃষিনির্ভর। (জান)
 ৫৮. ওঁরাওদের প্রধান উৎসব অগ্রহায়ণ মাসে পালন করা হয়। (জান)
 ৫৯. ওঁরাওদের ঘরের দেয়াল সাধারণত মাটির এবং ছাউনি ছন ও খড়ের। (জান)
 ৬০. শ্রো জনগোষ্ঠী বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। (জান)
 ৬১. শ্রোদের রয়েছে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। (জান)
 ৬২. শ্রোদের নতুন প্রবর্তিত ধর্মের নাম 'ক্রামা'। (জান)
 ৬৩. শ্রো পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'ওয়াংক্রাই'। (জান)
 ৬৪. শ্রো বর্ষবরণের জন্য 'ওয়ানগালা' উৎসব পালন করে। (জান)
 ৬৫. সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। (জান)
 ৬৬. সাঁওতালদের প্রধান খাবার শিকারের মাংস। (জান)
 ৬৭. সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষার নাম 'সাঁওতাল ভাষা'। (জান)
 ৬৮. সাঁওতাল নারীদের দুই খণ্ড কাপড়ের নিচের অংশকে বলে 'পানচি'। (জান)
 ৬৯. সাঁওতালদের প্রধান উৎসব 'চাংক্রান'। (জান)
 ৭০. পৌষ মাসে 'সোহরাই' উৎসব পালন করা হয়। (জান)
 ৭১. সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা জানানো উচিত। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি) (প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬: সিনপুর সন, সিনপুর)
- উত্তর** ৪১. শুন্দ; ৪২. অশুন্দ; ৪৩. শুন্দ; ৪৪. অশুন্দ; ৪৫. অশুন্দ; ৪৬. অশুন্দ; ৪৭. শুন্দ; ৪৮. শুন্দ; ৪৯. অশুন্দ; ৫০. অশুন্দ; ৫১. অশুন্দ; ৫২. শুন্দ; ৫৩. শুন্দ; ৫৪. অশুন্দ; ৫৫. শুন্দ; ৫৬. অশুন্দ; ৫৭. শুন্দ; ৫৮. অশুন্দ; ৫৯. শুন্দ; ৬০. শুন্দ; ৬১. শুন্দ; ৬২. শুন্দ; ৬৩. অশুন্দ; ৬৪. অশুন্দ; ৬৫. শুন্দ; ৬৬. অশুন্দ; ৬৭. শুন্দ; ৬৮. অশুন্দ; ৬৯. অশুন্দ; ৭০. শুন্দ; ৭১. অশুন্দ।

চতুর্থ অধ্যায়) আমাদের স্মরণীয় নেতা

৭২. এ কে ফজলুল হক তার সাহস ও দৃঢ় মনোভাবের জন্য 'অবিসংবাদী নেতা' হিসেবে পরিচিত হন। (দক্ষতা)
 ৭৩. এ কে ফজলুল হক তিনটি ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। (জান)
 ৭৪. পেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
 ৭৫. পেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। (জান)
 ৭৬. ১৯০৬ সালে এ কে ফজলুল হক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। (জান)
 ৭৭. অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। (দক্ষতা)
 ৭৮. এ কে ফজলুল হক কৃষকদের জন্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। (দক্ষতা)
 ৭৯. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৬২ সালে বরিশালে মৃত্যুবরণ করেন। (জান)
 ৮০. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়। (জান)
 ৮১. 'মজলুম' শব্দের অর্থ নির্যাতিত বা নিপীড়িত। (জান)
 ৮২. মওলানা ভাসানী ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। (জান)

৮৩. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। (জান)
৮৪. ১৯৩৭ সালে মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। (জান)
৮৫. মওলানা ভাসানী সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। (দক্ষতা)
৮৬. আন্দোলন করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী কখনো কারাবরণ করেননি। (দক্ষতা)
৮৭. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
৮৮. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে সোহ্‌রাওয়ার্দী আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। (দক্ষতা)
৮৯. সোহ্‌রাওয়ার্দী মেহনতি মানুষের প্রায় ৪০টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। (জান)
৯০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। (দক্ষতা)
৯১. যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। (জান)
৯২. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দলীয় সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে সদা তৎপর থাকতেন। (সুপ্রবোধ ও সৃষ্টিজলপি)
৯৩. শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
৯৪. শেখ মুজিবুর রহমান যুবক বয়স থেকে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। (জান)
৯৫. শেখ মুজিবুর রহমানের একটি উপাধি হলো 'মজলুম জননেতা'। (জান)
৯৬. গণআন্দোলনের মুখে ইয়াহিয়া সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। (জান)
৯৭. মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। (দক্ষতা)

উত্তর ৭২. অশূন্য; ৭৩. শূন্য; ৭৪. অশূন্য; ৭৫. অশূন্য; ৭৬. শূন্য; ৭৭. অশূন্য; ৭৮. শূন্য; ৭৯. অশূন্য; ৮০. শূন্য; ৮১. শূন্য; ৮২. অশূন্য; ৮৩. অশূন্য; ৮৪. অশূন্য; ৮৫. শূন্য; ৮৬. অশূন্য; ৮৭. অশূন্য; ৮৮. শূন্য; ৮৯. অশূন্য; ৯০. অশূন্য; ৯১. শূন্য; ৯২. শূন্য; ৯৩. শূন্য; ৯৪. অশূন্য; ৯৫. অশূন্য; ৯৬. অশূন্য; ৯৭. শূন্য।

পঞ্চম অধ্যায়) আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

৯৮. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করে। (দক্ষতা)
৯৯. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই আঘাত হানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর। (দক্ষতা)
১০০. ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। (জান)
১০১. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। (জান)
১০২. ২৫শে মার্চ রাত ইতিহাসে 'শোকের রাত' নামে পরিচিত। (জান)
১০৩. ২৮শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (জান)
১০৪. ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। (জান)
১০৫. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী। (জান)
১০৬. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন এ কে খন্দকার। (জান)
১০৭. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১২টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। (জান)
১০৮. সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে মিত্রবাহিনী। (দক্ষতা)
১০৯. 'জেন্ড' ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর কেএম শফিউল্লাহ। (জান)
১১০. ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (জান)
১১১. নৌ-কমান্ডোরা ১৯৭১ সালের ১৮ই জুলাই 'অপারেশন জ্যাকপট' অভিযান পরিচালনা করে। (জান)

১১২. নৌ-কমান্ডোরা পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬টি পণ্য ও অস্ত্রবাহী জাহাজ এবং গানবোট ভূবিষে দেয়। (জান)
১১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণির মানুষের অবদান রয়েছে। (দক্ষতা) প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন-২০২৬; চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
১১৪. প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। (জান)
১১৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় জনপ্রিয় শিল্পী জন লেনন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন করেছিলেন। (জান)
১১৬. পাকিস্তানি বাহিনী এদেশকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। (দক্ষতা)
১১৭. যৌথবাহিনী গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর। (জান)
১১৮. জেনারেল নিয়াজি ১৬ই ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। (জান)
১১৯. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার। (জান)
১২০. বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদান করে। (জান)
১২১. মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব বীরবিক্রম। (জান)
১২২. বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেন সাতজন। (জান)
১২৩. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। (জান)
১২৪. খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধা আছেন তিন জন। (জান)
১২৫. তারামন বিবি ও ক্যান্টেন সোতারা বেগম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত। (জান)

১২৬. জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকাশ ঘটে। (সুপ্রবোধ ও সৃষ্টিজলপি)
১২৭. আমাদের স্বাধীনতা দিবস ১৬ই ডিসেম্বর। (জান)
- উত্তর ৯৮. অশূন্য; ৯৯. অশূন্য; ১০০. শূন্য; ১০১. শূন্য; ১০২. অশূন্য; ১০৩. অশূন্য; ১০৪. অশূন্য; ১০৫. শূন্য; ১০৬. অশূন্য; ১০৭. অশূন্য; ১০৮. অশূন্য; ১০৯. অশূন্য; ১১০. শূন্য; ১১১. অশূন্য; ১১২. শূন্য; ১১৩. শূন্য; ১১৪. অশূন্য; ১১৫. অশূন্য; ১১৬. শূন্য; ১১৭. অশূন্য; ১১৮. শূন্য; ১১৯. শূন্য; ১২০. শূন্য; ১২১. অশূন্য; ১২২. অশূন্য; ১২৩. শূন্য; ১২৪. অশূন্য; ১২৫. শূন্য; ১২৬. শূন্য; ১২৭. অশূন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

১২৮. পুন্ডনগর বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। (জান)
১২৯. মহাস্থানগড় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়ের সাক্ষ্য বহন করছে। (জান)
১৩০. মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় পরিচিত ছিল 'পুন্ডনগর' নামে। (জান)
১৩১. মহাস্থানগড়ের আকৃতি আয়তাকার। (জান)
১৩২. উত্তর-দক্ষিণে মহাস্থানগড়ের বিস্তৃতি ১৬০০ মিটার। (জান)
১৩৩. মহাস্থানগড় প্রায় ১০ মিটার উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। (জান)
১৩৪. চণ্ডা খাদবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গ পাওয়া গেছে মহাস্থানগড়ে। (জান)
১৩৫. মহাস্থানগড়ে প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি পাওয়া গেছে। (জান)
১৩৬. মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত 'খোদাই পাথর' ৩.৩৫ মিটার লম্বা। (জান)
১৩৭. খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে উয়ারী-বটেশ্বরে। (জান)
১৩৮. ৯০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চারটি দুর্গ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে উয়ারী প্রস্তম্ভে। (জান)
১৩৯. উয়ারী-বটেশ্বরে গলিপথসহ ১৬০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা পাওয়া গেছে। (জান)
১৪০. উয়ারী-বটেশ্বরে গড়ে উঠেছিল নদীবন্দর এবং বাণিজ্য নগর। (জান)
১৪১. উয়ারী-বটেশ্বরের সভ্যতা সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। (জান)
১৪২. উয়ারী-বটেশ্বরে স্থাপত্যিক স্বর্ণমুদ্রা ও লোহার হাতিয়ার পাওয়া গেছে। (জান)
১৪৩. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত রাজশাহী বিভাগে। (জান)

৬৪০ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

১৪৪. মহাস্থানগড় পরিচিত 'সোমপুর বিহার' নামে। (জান)
১৪৫. সোমপুর বিহারে ২৪ মিটার উঁচু গড় রয়েছে। (জান)
১৪৬. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি ২৭৩.৭০ মিটার। (জান)
১৪৭. সোমপুর বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ আছে। (জান)
১৪৮. ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধের আবক্ষ অংশ পাওয়া গেছে উয়ারী-বটেশ্বর। (জান)
১৪৯. ময়নামতি অবস্থিত বাংলাদেশের বগুড়া শহরের কাছে। (জান)
১৫০. ময়নামতি স্থানটি রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনির সঙ্গে জড়িত। (জান)
১৫১. মুসলিম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ময়নামতি। (জান)
১৫২. ময়নামতিতে ইসলাম ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। (সফজ)
১৫৩. ময়নামতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হলো সোমপুর বিহার। (সফজ)
১৫৪. শালবন বিহার হলো একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ। (জান)
১৫৫. শালবন বিহারে ১১৫টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। (জান)
১৫৬. শালবন বিহারের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৫৫০ ফুট। (জান)
১৫৭. ময়নামতির উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন আনন্দ বিহার। (সফজ)
১৫৮. বাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে পাহাড়পুরে। (সফজ)
১৫৯. পানামনগর অবস্থিত সোনারগাঁওয়ে। (জান)
১৬০. সোনারগাঁও অবস্থিত পদ্মা নদীর তীরে। (জান)
১৬১. প্রাচীন বাংলার হিন্দু সুলতানদের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। (জান)
১৬২. উপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও পশমি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। (সফজ)
১৬৩. সোনারগাঁওয়ের সূতিবস্ত্রের ব্যবসা কেন্দ্রের সুবাদে গড়ে ওঠে নতুন শহর পানামনগর। (সফজ)
১৬৪. পানামনগরকে মসলা বাণিজ্যের কেন্দ্র বলা হতো। (জান)
১৬৫. পানামনগর ছিল একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শহর। (জান)
১৬৬. পানামনগরের সড়ক ছিল ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ। (জান)
১৬৭. পানামনগরের ইমারতগুলো ছিল ইট দিয়ে নির্মিত। (জান)
১৬৮. শালবন বিহারে রয়েছে ৫৭টি বাড়ি। (জান)
১৬৯. পানামনগরে রাস্তার দক্ষিণ পাশে রয়েছে ৩১টি বাড়ি। (জান)
১৭০. পানামনগরের চারদিক কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। (জান)
১৭১. লালবাগ কেল্লা অবস্থিত বড়িগঙ্গা নদীর তীরে। (জান)
১৭২. প্রথমে লালবাগ কেল্লার নাম ছিল কেল্লা মুরাদাবাদ। (জান)
১৭৩. লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করা হয় ১৬৭৮ সালে। (জান)
১৭৪. লালবাগ কেল্লা ২৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। (জান)
১৭৫. লালবাগ দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছে মোগল ও বাঙ্গালি স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে। (সফজ)
১৭৬. লালবাগ কেল্লার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'খোদাই পাথর'। (জান)
১৭৭. লালবাগ কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে শাহী মসজিদ। (জান)
১৭৮. জাদুঘরের ভিতরে আমরা সকল নিদর্শন হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখব না। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
১৭৯. ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো আমাদের অতীত তথ্যের উৎস। (সফজ)
- উত্তর** ১২৮. শূন্য; ১২৯. শূন্য; ১৩০. শূন্য; ১৩১. শূন্য; ১৩২. অশূন্য; ১৩৩. অশূন্য; ১৩৪. শূন্য; ১৩৫. শূন্য; ১৩৬. শূন্য; ১৩৭. শূন্য; ১৩৮. অশূন্য; ১৩৯. শূন্য; ১৪০. শূন্য; ১৪১. শূন্য; ১৪২. অশূন্য; ১৪৩. শূন্য; ১৪৪. অশূন্য; ১৪৫. শূন্য; ১৪৬. শূন্য; ১৪৭. শূন্য; ১৪৮. অশূন্য; ১৪৯. অশূন্য; ১৫০. শূন্য; ১৫১. অশূন্য; ১৫২. অশূন্য; ১৫৩. অশূন্য; ১৫৪. শূন্য; ১৫৫. শূন্য; ১৫৬. শূন্য; ১৫৭. শূন্য; ১৫৮. অশূন্য; ১৫৯. শূন্য; ১৬০. অশূন্য; ১৬১. অশূন্য; ১৬২. অশূন্য; ১৬৩. শূন্য; ১৬৪. অশূন্য; ১৬৫. শূন্য; ১৬৬. শূন্য; ১৬৭. শূন্য; ১৬৮. অশূন্য; ১৬৯. অশূন্য; ১৭০. শূন্য; ১৭১. শূন্য; ১৭২. অশূন্য; ১৭৩. শূন্য; ১৭৪. অশূন্য; ১৭৫. শূন্য; ১৭৬. অশূন্য; ১৭৭. শূন্য; ১৭৮. শূন্য; ১৭৯. শূন্য।

সপ্তম অধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

১৮০. ভারতের প্রধান ভাষা বাংলা। (জান)
১৮১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। (জান)
১৮২. নববর্ষ উৎসব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। (জান)
১৮৩. পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন হিন্দি ভাষায়। (সফজ)
১৮৪. নতুন ধান ঘরে তোলার সময় বাংলাদেশিরা নবান্ন উৎসব পালন করে। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
১৮৫. ভারতে রুটি বা ভাতের সাথে তরকারি হিসেবে মাংস, সবজি পরিবেশন করা হয়। (সফজ)
১৮৬. মালদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ দিভেহি ভাষায় কথা বলে। (জান)
১৮৭. পাকিস্তানের দুটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম গরুখিঁয়া এবং কিচুনা। (জান)
১৮৮. ঐতিহ্যগতভাবে মালদ্বীপের পুরুষরা শাটের সাথে পাগড়ি জাতীয় মুতু পরেন। (সফজ)
১৮৯. মালদ্বীপের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। (জান)
১৯০. মালদ্বীপের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঘুড়ি উড়ানো। (সফজ)
১৯১. নেপালের প্রধান ভাষা নেপালি। (জান)
১৯২. নেপালের নামকরা খাবার হলো থাকালি খালি। (জান)
১৯৩. ভুট্টা, গমের আটা, লবণ ও গরম পানি একসঙ্গে সিঁধ করে ঢেড়ো তৈরি করা হয়। (সফজ)
১৯৪. রুটি-মাংস নেপালের মানুষের প্রধান খাবার। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
১৯৫. আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা উর্দু। (জান)
১৯৬. পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পশতুন। (জান)
১৯৭. আফগানদের উদ্‌যাপিত নওরোজ বসন্তের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। (সফজ)
১৯৮. কিরিবাথ হলো ভাত ও চিংড়ি দিয়ে তৈরি শ্রীলঙ্কান একটি খাবার। (সফজ) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
১৯৯. শ্রীলঙ্কার ধর্মীয় বড়ো উৎসব 'হোলি'। (জান)
২০০. ভুটানিদের প্রধান খাবারের মধ্যে আছে লাল চাল, বাজরা ইত্যাদি। (জান)
২০১. ভুটানি নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'ঘো'। (জান)
২০২. আমাদের অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
- উত্তর** ১৮০. অশূন্য; ১৮১. অশূন্য; ১৮২. শূন্য; ১৮৩. অশূন্য; ১৮৪. শূন্য; ১৮৫. অশূন্য; ১৮৬. শূন্য; ১৮৭. অশূন্য; ১৮৮. শূন্য; ১৮৯. শূন্য; ১৯০. অশূন্য; ১৯১. শূন্য; ১৯২. শূন্য; ১৯৩. শূন্য; ১৯৪. অশূন্য; ১৯৫. শূন্য; ১৯৬. অশূন্য; ১৯৭. শূন্য; ১৯৮. শূন্য; ১৯৯. অশূন্য; ২০০. শূন্য; ২০১. অশূন্য; ২০২. শূন্য।

অষ্টম অধ্যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

২০৩. SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো 'South Asian Association for Regional Cooperation'। (জান)
২০৪. সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। (জান)
২০৫. সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। (জান)
২০৬. আফগানিস্তান সার্কের সর্বশেষ সদস্য দেশ। (জান)
২০৭. সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০। (জান)
২০৮. সার্ক গঠিত হয় কেবল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। (সফজ)
২০৯. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
২১০. সার্কের সদস্য দেশগুলো একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। (মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)
২১১. সৌরশক্তি একটি অনবায়নযোগ্য শক্তি। (সফজ)
২১২. ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার বর্তমান সদস্য ৫৭। (জান)

২১৩. ওআইসির জন্ম হয় ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। (জান)
 ২১৪. ওআইসির সদর দপ্তর সৌদি আরবের রিয়াদে। (জান)
 ২১৫. বাংলাদেশ ওআইসির ৩০ তম সদস্য। (জান)
 ২১৬. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে। (জান)
 ২১৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য। (জান)
 ২১৮. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখে সার্ক। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২১৯. ওআইসি বর্ণবিষম্য নির্মূল করতে কাজ করে। (জান)
 ২২০. ওআইসির কাজ মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার সংরক্ষণে শক্তি জোগানো। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২২১. জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর। (জান)
 ২২২. জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে। (জান)
 ২২৩. ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। (জান)
 ২২৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে। (জান)
 ২২৫. জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। (জান)
 ২২৬. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। (জান)
 ২২৭. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা ওআইসির কাজ। (দক্ষতা)
 ২২৮. আমাদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)

২২৯. জনকল্যাণমূলক অবিস্কারের সুবিধা ভোগ করে সকল দেশের মানুষ। (দক্ষতা)
 ২৩০. কোনো দেশ জলবায়ুর ক্ষতি করলে তার প্রভাব কেবল সে নিজেই ভোগ করে। (দক্ষতা)

- উত্তর** ২০৩. শূন্য; ২০৪. অশূন্য; ২০৫. অশূন্য; ২০৬. শূন্য; ২০৭. অশূন্য; ২০৮. অশূন্য; ২০৯. শূন্য; ২১০. শূন্য; ২১১. অশূন্য; ২১২. শূন্য; ২১৩. অশূন্য; ২১৪. অশূন্য; ২১৫. অশূন্য; ২১৬. শূন্য; ২১৭. শূন্য; ২১৮. অশূন্য; ২১৯. শূন্য; ২২০. শূন্য; ২২১. অশূন্য; ২২২. শূন্য; ২২৩. অশূন্য; ২২৪. অশূন্য; ২২৫. শূন্য; ২২৬. শূন্য; ২২৭. অশূন্য; ২২৮. শূন্য; ২২৯. শূন্য; ২৩০. অশূন্য।

নবম অধ্যায়) রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

২৩১. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দরকার সুসংগঠিত সরকার। (জান)
 ২৩২. সার্বভৌমত্ব থাকলে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। (দক্ষতা)
 ২৩৩. রাষ্ট্রের উপাদান ৫টি। (দক্ষতা)
 ২৩৪. রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকে। (দক্ষতা)
 ২৩৫. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। (জান)
 ২৩৬. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সকলের কর দেওয়া উচিত। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৩৭. রাষ্ট্র কেবল শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। (জান)
 ২৩৮. ১৮ বছর বয়সে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ভোটদানের যোগ্যতা অর্জন করে। (দক্ষতা) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)
 ২৩৯. ভোট দেওয়া নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। (জান)
 ২৪০. কর প্রদান করা কেবল ধনীদের কর্তব্য। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৪১. আমাদেরকে দেশের উন্নয়নের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৪২. সামাজিক সমস্যা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)
 ২৪৩. মাদক গ্রহণে অপূরণীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। (জান)
 ২৪৪. মোবাইল আসক্তির ফলে শিশুদের পড়ালেখায় অমনোযোগিতা, মেজাজ খিটখিটে ও খাবারে অনীহা দেখা দেয়। (জান)
 ২৪৫. শিশুশ্রমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। (জান)

২৪৬. প্রাপ্তবয়স্ক না হলে বিয়ে দেওয়া একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। (জান)
 ২৪৭. বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে ১০৯ নম্বরে ফোন করতে হয়। (দক্ষতা)
 ২৪৮. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯৮ নম্বরে ফোন করতে হয়। (দক্ষতা)
 ২৪৯. সমাজে সমান-মর্যাদা পাওয়া একটি মানবাধিকার। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ২৫০. শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারে সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। (দক্ষতা)
 ২৫১. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারা আমাদের মানবাধিকার। (দক্ষতা)
 ২৫২. মানুষের সুযোগ-সুবিধাগুলো ইউনেস্কো ঘোষিত 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' উল্লেখ করা হয়েছে। (জান)
 ২৫৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদে সবার মানবাধিকার সমান। (দক্ষতা)

দশম অধ্যায়) নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

২৫৪. অন্যের মতকে সম্মান করাই পরমতসহিষ্ণুতা। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৫৫. প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মতামত থাকে না। (জান)
 ২৫৬. পরমতসহিষ্ণুতা একটি মানবীয় গুণ। (জান)
 ২৫৭. আমাদের সকলকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৫৮. পরমতসহিষ্ণুতা ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেয়। (দক্ষতা)
 ২৫৯. গণতান্ত্রিক আচরণের পূর্বশর্ত হলো পরমতসহিষ্ণুতা। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৬০. পরমতসহিষ্ণুতা আমাদেরকে সহনশীল হতে শেখায়। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৬১. প্রেগিনেতা নির্বাচনে সকলের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৬২. প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৬৩. অর্থ আছে বলেই সমাজে আমরা মিলেমিশে বাস করি। (দক্ষতা)
 ২৬৪. আমরা পরমতসহিষ্ণু হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবো। (মূল্যবোধ ও নৃসিদ্ধান্ত)
 ২৬৫. সিংহাস্ত্র গ্রহণে আমরা অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেব। (দক্ষতা)

- উত্তর** ২৫৪. শূন্য; ২৫৫. অশূন্য; ২৫৬. শূন্য; ২৫৭. শূন্য; ২৫৮. অশূন্য; ২৫৯. শূন্য; ২৬০. শূন্য; ২৬১. অশূন্য; ২৬২. শূন্য; ২৬৩. অশূন্য; ২৬৪. শূন্য; ২৬৫. শূন্য।

একাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

২৬৬. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হলো উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। (জান)
 ২৬৭. বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। (দক্ষতা) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)
 ২৬৮. বাংলাদেশের মানুষের কাছে রেলপথ অধিক জনপ্রিয়। (জান)
 ২৬৯. এদেশে মিটারগেজ ও ব্রডগেজ এই দুই ধরনের রেলপথ রয়েছে। (জান)
 ২৭০. নৌপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের ব্যয় অনেক বেশি। (দক্ষতা)
 ২৭১. চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ আমাদের অব্যতম নদীবন্দর। (জান)
 ২৭২. আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পাঁচটি। (জান)
 ২৭৩. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকায় অবস্থিত। (দক্ষতা)

৬৪২ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

২৭৪. বাংলাদেশে তিনটি সমুদ্রবন্দর রয়েছে। (জান)

২৭৫. পায়রা বাংলাদেশের অন্যতম নদীবন্দর।

(জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

২৭৬. সিলেট শহরে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবস্থিত। (জান)

২৭৭. সম্পত্তি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিমানের ব্যবহার কমেছে। (দক্ষতা)

২৭৮. বর্তমানে মানচিত্রে জিপিএস-এর ব্যবহার নেই। (জান)

২৭৯. বড়ো বড়ো শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। (জান)

২৮০. জিপিএস-এর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। (দক্ষতা) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)

উত্তর ২৬৬. অশুন্ধ্য; ২৬৭. শূন্য; ২৬৮. শূন্য; ২৬৯. অশুন্ধ্য; ২৭০. অশুন্ধ্য; ২৭১. শূন্য; ২৭২. অশুন্ধ্য; ২৭৩. শূন্য; ২৭৪. শূন্য; ২৭৫. অশুন্ধ্য; ২৭৬. শূন্য; ২৭৭. অশুন্ধ্য; ২৭৮. অশুন্ধ্য; ২৭৯. শূন্য; ২৮০. শূন্য।

দ্বাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

২৮১. বাংলাদেশে চার ধরনের বন রয়েছে। (জান)

২৮২. খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাজশাহী, চট্টগ্রামে ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন রয়েছে। (জান)

২৮৩. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে ৫০ ভাগ বৃক্ষই শাল বলে এর অপর নাম শালবন। (জান)

২৮৪. শীতকালে ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের গাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পাতাঝরা বন বলে। (জান)

২৮৫. খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত। (জান)

২৮৬. গজারি সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। (জান)

২৮৭. সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত সিংহ বাস করে। (জান)

২৮৮. সিলেটের রাতারগুল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নোনা পানির জলাবন। (জান)

২৮৯. সুন্দরবন ও উপকূলীয় বন ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (মূল্যবোধ ও দক্ষিণজি)

২৯০. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী জেলায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে। (দক্ষতা)

২৯১. বনের গাছপালা দ্বারা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। (জান)

২৯২. ঘন ও গভীর বনে পশু-পাখির প্রাকৃতি ভয় পায়। (জান)

২৯৩. বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টে ভূমিকা রাখে। (দক্ষতা)

২৯৪. গাছপালা মাটির ক্ষয়রোধ করে। (জান)

২৯৫. বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২২ শতাংশ। (দক্ষতা)

২৯৬. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজন। (দক্ষতা)

২৯৭. আমাদের বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে বনভূমির পরিমাণ বাড়তে হবে। (মূল্যবোধ ও দক্ষিণজি)

২৯৮. কক্সবাজারে রয়েছে ১২০ কিমি দীর্ঘ প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত। (জান)

২৯৯. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। (জান)

৩০০. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে। (দক্ষতা)

৩০১. বিহানাকান্দি সিলেটের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। (জান)

৩০২. চিম্বুক পাহাড় ও নীলগিরি রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। (জান)

উত্তর ২৮১. শূন্য; ২৮২. শূন্য; ২৮৩. অশুন্ধ্য; ২৮৪. শূন্য; ২৮৫. শূন্য; ২৮৬. অশুন্ধ্য; ২৮৭. অশুন্ধ্য; ২৮৮. অশুন্ধ্য; ২৮৯. শূন্য; ২৯০. শূন্য; ২৯১. শূন্য; ২৯২. অশুন্ধ্য; ২৯৩. অশুন্ধ্য; ২৯৪. শূন্য; ২৯৫. অশুন্ধ্য; ২৯৬. শূন্য; ২৯৭. শূন্য; ২৯৮. শূন্য; ২৯৯. অশুন্ধ্য; ৩০০. শূন্য; ৩০১. শূন্য; ৩০২. অশুন্ধ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

৩০৩. গ্যাস আমাদের দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। (জান)

৩০৪. কয়লা বাংলাদেশের একটি বনজ সম্পদ। (জান)

৩০৫. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস উল্লেখযোগ্য। (দক্ষতা) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

৩০৬. সেগুন, মেহগনি ও গরান বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (দক্ষতা)

৩০৭. বৃষ্টি পানির প্রধান উৎস। (জান)

৩০৮. নদ-নদী সমুদ্র সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

৩০৯. সামুদ্রিক মাছ বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (জান)

৩১০. গ্যাস ও কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। (দক্ষতা)

৩১১. বনজ সম্পদ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। (জান)

৩১২. নদীর পানি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। (জান)

৩১৩. লবণ ও মাছ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সম্পদ। (জান) (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

৩১৪. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সীমাহীন। (জান)

৩১৫. অপরিরক্ষিত নগরায়ণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। (দক্ষতা)

উত্তর ৩০৩. শূন্য; ৩০৪. অশুন্ধ্য; ৩০৫. শূন্য; ৩০৬. শূন্য; ৩০৭. শূন্য; ৩০৮. অশুন্ধ্য; ৩০৯. অশুন্ধ্য; ৩১০. শূন্য; ৩১১. শূন্য; ৩১২. শূন্য; ৩১৩. শূন্য; ৩১৪. অশুন্ধ্য; ৩১৫. শূন্য।

চতুর্দশ অধ্যায়) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

৩১৬. একটি দেশের অদক্ষ মানুষজনই সেই দেশের জনসম্পদ। (জান)

৩১৭. একজন শিক্ষক জনসম্পদের উদাহরণ। (জান)

৩১৮. দক্ষ জনসম্পদ দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। (দক্ষতা)

৩১৯. দেশের শিল্প-কারখানায় অদক্ষ জনবল প্রয়োজন। (দক্ষতা)

৩২০. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের অধিকাংশই দক্ষ। (দক্ষতা)

৩২১. দেশে দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায়। (জান)

৩২২. বেকারত্ব বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। (দক্ষতা)

৩২৩. দক্ষ জনশক্তি পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। (দক্ষতা)

৩২৪. জনসম্পদে উন্নত দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। (দক্ষতা)

৩২৫. কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে।

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

৩২৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ভাস্কর হওয়া যায়। (জান)

৩২৭. বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে অফিস-আদালতের কর্মকর্তা হওয়া যায়। (জান)

৩২৮. দক্ষ জনশক্তি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। (জান)

৩২৯. দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

৩৩০. বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে দেশে কর্মসংস্থানের সংকট বাড়বে। (দক্ষতা)

৩৩১. বেকারত্ব দূর হলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়বে। (দক্ষতা)

৩৩২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি। (বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-৩)

৩৩৩. আমরা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হলে দেশের অবনতি হবে। (মূল্যবোধ ও দক্ষিণজি)

উত্তর ৩১৬. অশুন্ধ্য; ৩১৭. শূন্য; ৩১৮. শূন্য; ৩১৯. অশুন্ধ্য; ৩২০. অশুন্ধ্য; ৩২১. শূন্য; ৩২২. অশুন্ধ্য; ৩২৩. শূন্য; ৩২৪. অশুন্ধ্য; ৩২৫. শূন্য; ৩২৬. শূন্য; ৩২৭. অশুন্ধ্য; ৩২৮. শূন্য; ৩২৯. শূন্য; ৩৩০. অশুন্ধ্য; ৩৩১. শূন্য; ৩৩২. অশুন্ধ্য; ৩৩৩. অশুন্ধ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়) ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক

৩৩৪. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা হলো রাষ্ট্রীয় বাজেট। (জান)
৩৩৫. মানুষ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে বাজেট পরিকল্পনা করে। (সফল)
৩৩৬. বাজেটের উদ্ভূত টাকা দিয়ে মানুষ ঋণ করে। (জান)
৩৩৭. ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে মানুষ সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করে। (জান)
৩৩৮. ব্যাংক এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (জান)
৩৩৯. ব্যাংক মানুষ টাকা সঞ্চয় করতে পারে। (সফল)
৩৪০. মানুষ ব্যাংকে টাকা সঞ্চয়ের বিনিময়ে মূলধন পায়। (জান)
৩৪১. ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় পুঁজি বা মূলধন গড়ে ওঠে। (সফল)
৩৪২. ব্যাংক ব্যবসায়ীদের কোনো ঋণ প্রদান করে করে না। (সফল)
৩৪৩. টাকা জমাকারীকে ব্যাংক মুনাফা প্রদান করে। (জান)
৩৪৪. ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় জমা রশিদ। (সফল)
৩৪৫. জমা রশিদের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, টাকার পরিমাণ লিখে স্বাক্ষর দিতে হয়। (সফল)
৩৪৬. জমা রশিদসহ টাকা 'টাকা প্রদান' কাউন্টারে দিলে ব্যাংক টাকা জমা রাখবে। (সফল)
৩৪৭. ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য চেক ব্যবহার করা হয়। (জান)
৩৪৮. চেকের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, একাউন্ট নম্বর, তারিখ, টাকার পরিমাণ লিখে স্বাক্ষর না দিলেও টাকা তোলা যায়। (সফল)
৩৪৯. 'টাকা প্রদান' কাউন্টারে চেক জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করে। (সফল)
- উত্তর: ৩৩৪. অশুদ্ধ; ৩৩৫. শুদ্ধ; ৩৩৬. অশুদ্ধ; ৩৩৭. শুদ্ধ; ৩৩৮. অশুদ্ধ; ৩৩৯. শুদ্ধ; ৩৪০. অশুদ্ধ; ৩৪১. শুদ্ধ; ৩৪২. অশুদ্ধ; ৩৪৩. শুদ্ধ; ৩৪৪. অশুদ্ধ; ৩৪৫. শুদ্ধ; ৩৪৬. অশুদ্ধ; ৩৪৭. শুদ্ধ; ৩৪৮. অশুদ্ধ; ৩৪৯. শুদ্ধ।

ষোড়শ অধ্যায়) জবুর পরিস্থিতি

৩৫০. বাংলাদেশের পাঁছড়ি এলাকায় জলোচ্ছ্বাস হয়। (জান)
৩৫১. জলোচ্ছ্বাস ১৫-২০ ফুট উঁচু হতে পারে। (জান)
৩৫২. বাংলাদেশে গ্রীষ্ম মৌসুমে জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা দেখা যায়। (জান)
৩৫৩. জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস প্রদানের জন্য টেলিগ্রাম ব্যবহার করা হয়। (জান)
৩৫৪. জলোচ্ছ্বাসের সময় গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী পলিধিন ব্যাগে ভরে পাশের বাড়িতে রেখে আসতে হয়। (সফল)
৩৫৫. জলোচ্ছ্বাস একটি ভয়াবহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। (জান)
৩৫৬. আমাদের দেশে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম। (সফল)
৩৫৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃত্বে। (সফল)
৩৫৮. দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করে স্বেচ্ছাসেবক দল। (সফল)
৩৫৯. 'বজ্রপাত' বেশি হয় শীত মৌসুমে। (জান)
৩৬০. বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। (জান)
৩৬১. বজ্রপাতের আঘাতে কাঠের আসবাবপত্র নষ্ট হয়। (জান)
৩৬২. বজ্রপাতে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। (জান)
৩৬৩. বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে জনসচেতনতা। (জান)
৩৬৪. বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে দাঁড়াতে হয়। (সফল)
৩৬৫. বজ্রপাতের সময় টিভি দেখা বন্ধ করতে হয়। (সফল)
৩৬৬. বজ্রপাতের সময় নৌকার উপর থাকলে নিচু হয়ে পাটাতন স্পর্শ করে অবস্থান নিতে হয়। (সফল)
- উত্তর: ৩৫০. অশুদ্ধ; ৩৫১. শুদ্ধ; ৩৫২. শুদ্ধ; ৩৫৩. অশুদ্ধ; ৩৫৪. অশুদ্ধ; ৩৫৫. অশুদ্ধ; ৩৫৬. অশুদ্ধ; ৩৫৭. শুদ্ধ; ৩৫৮. শুদ্ধ; ৩৫৯. অশুদ্ধ; ৩৬০. শুদ্ধ; ৩৬১. অশুদ্ধ; ৩৬২. শুদ্ধ; ৩৬৩. অশুদ্ধ; ৩৬৪. অশুদ্ধ; ৩৬৫. শুদ্ধ; ৩৬৬. অশুদ্ধ।

সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: ১, ৫, ৯, ১৫, ১৬, ২১; অধ্যায় ২: ২৪, ২৭, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০; অধ্যায় ৩: ৪২, ৪৮, ৫১, ৫৬, ৬৩, ৬৭, ৭১; অধ্যায় ৪: ৭২, ৭৯, ৮২, ৮৫, ৮৮, ৯৫; অধ্যায় ৫: ৯৯, ১০৮, ১১১, ১১৫, ১২১, ১২৬; অধ্যায় ৬: ১২৯, ১৩৬, ১৪৩, ১৫২, ১৫৯, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৯; অধ্যায় ৭: ১৮২, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৮, ২০২; অধ্যায় ৮: ২০৫, ২১০, ২১২, ২২১, ২২৬, ২৩০; অধ্যায় ৯: ২৩২, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৯, ২৫২; অধ্যায় ১০: ২৫৫, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫; অধ্যায় ১১: ২৬৭, ২৭০, ২৭৫, ২৭৮, ২৮০; অধ্যায় ১২: ২৮২, ২৮৫, ২৮৮, ২৯২, ২৯৬, ৩০০; অধ্যায় ১৩: ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩১৩; অধ্যায় ১৪: ৩১৬, ৩২১, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩২; অধ্যায় ১৫: ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৭; অধ্যায় ১৬: ৩৫১, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৫।

নিজেকে যাচাই করি: শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ২-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট-১ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দীর্ঘ সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা।
২. অনেক আটস্টিক শিশু গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ হয়।
৩. গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব 'কারাম'।
৪. অবিস্কৃত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।
৫. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী।

সেট-২ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় পরিচিত ছিল 'পুন্ড্রনগর' নামে।
২. নতুন ধান ঘরে তোলার সময় বাংলাদেশিরা নবান্ন উৎসব পালন করে।

৩. ওআইসির জন্ম হয় ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর।
৪. বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে ১০৯ নম্বরের ফোন করতে হয়।
৫. সিংহাস্ত গ্রন্থে আমরা অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দেব।

সেট-৩ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

১. আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পাঁচটি।
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে ৫০ ভাগ বৃক্ষই শাল বলে এর অপর নাম শালবন।
৩. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস উল্লেখযোগ্য।
৪. বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে দেশে কর্মসংস্থানের সংকট বাড়বে।
৫. মানুষ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে বাজেট পরিকল্পনা করে।

৬৪৪ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

সেট ৪ শূন্য-অশূন্য নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) $1 \times 5 = 5$

- আমাদের দেশে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম।
- ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় পুঁজি বা মূলধন গড়ে ওঠে।
- লবণ ও মাছ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সম্পদ।
- পায়রা বাংলাদেশের অন্যতম নদীবন্দর।
- রাষ্ট্রের উপাদান ৫টি।

সেট ৫ শূন্য-অশূন্য নির্ণয়: ৫টি (সবগুলোর উত্তর দিতে হবে) $1 \times 5 = 5$

- গজারি সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য।
- ভুটানি নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'চো'।
- সোমপুর বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ আছে।
- নৌ-কমান্ডেরা ১৯৭১ সালের ১৮ই জুলাই 'অপারেশন জ্যাকপট' অভিযান পরিচালনা করে।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ১. অশূন্য; ২. শূন্য; ৩. অশূন্য; ৪. অশূন্য; ৫. শূন্য। সেট ২ ১. শূন্য; ২. শূন্য; ৩. অশূন্য; ৪. অশূন্য; ৫. শূন্য। সেট ৩ ১. অশূন্য; ২. অশূন্য; ৩. শূন্য; ৪. অশূন্য; ৫. শূন্য। সেট ৪ ১. অশূন্য; ২. শূন্য; ৩. শূন্য; ৪. অশূন্য; ৫. অশূন্য। সেট ৫ ১. অশূন্য; ২. শূন্য; ৩. অশূন্য; ৪. শূন্য; ৫. অশূন্য।

মিলকরণ

প্রথম অধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে	পরিবেশবান্ধব।
খ. প্রাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার	তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
গ. বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে	বনভূমি ধ্বংস করলে।
ঘ. বায়ুর তাপমাত্রা বাড়ে	জ্বালানির ব্যবহার কম হয়।
ঙ. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার	পরিবেশকে দূষিত করে।

উত্তর

- বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- প্রাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার কম হয়।
- বায়ুর তাপমাত্রা বাড়ে বনভূমি ধ্বংস করলে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার পরিবেশবান্ধব।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশে বৃষ্টি হয়	জীবাশ্ম জ্বালানি।
খ. জলবায়ুর হিসাব করা হয়	বনভূমি ধ্বংস হলে।
গ. ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, কয়লা ইত্যাদি	জুন-জুলাই মাসে।
ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ	৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে।
ঙ. বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ে	ইটভাটার ধোঁয়া।

উত্তর

- বাংলাদেশে বৃষ্টি হয় জুন-জুলাই মাসে।
- জলবায়ুর হিসাব করা হয় ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে।
- ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, কয়লা ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ইটভাটার ধোঁয়া।
- বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ে বনভূমি ধ্বংস হলে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা দ্বারা বোঝায়	দুই মেরুর বরফ গলায়।
খ. বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলে	পরিবেশবান্ধব পণ্য।
গ. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে	জলবায়ু।
ঘ. পরিবেশ ও জলবায়ুকে ঠিক রাখে	উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমির।
ঙ. লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ক্ষতি করছে	আবহাওয়া।

উত্তর

- কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা দ্বারা বোঝায় আবহাওয়া।
- বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলে জলবায়ু।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে দুই মেরুর বরফ গলায়।
- পরিবেশ ও জলবায়ুকে ঠিক রাখে পরিবেশবান্ধব পণ্য।
- লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ক্ষতি করছে উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমির।

দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা মানুষ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে	স্কাচ।
খ. শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন	মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যা।
গ. দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন	অনেক অটিস্টিক শিশু।
ঘ. অটিস্টিক একটি	শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা।
ঙ. ছবি আঁকায় দক্ষ হয়	অনেক সময় নিয়ে কাজ করতে হয়।

উত্তর

- বৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেক সময় নিয়ে কাজ করতে হয়।
- শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন স্কাচ।
- দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা।
- অটিস্টিক একটি মস্তিষ্কের বিকাশগত সমস্যা।
- ছবি আঁকায় দক্ষ হয় অনেক অটিস্টিক শিশু।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ধীরগতিতে কথা বলা উচিত	জটিল শব্দ ব্যবহার করতে হয় না।
খ. মনোভাব বুঝে সাড়া দেওয়া উচিত	শ্রবণ সমস্যাগ্রস্তকে।
গ. ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বোঝানো প্রয়োজন	বুন্দি প্রতিবন্ধিতায়।
ঘ. অটিস্টিক শিশুর সাথে কথা বলার সময়	কথা বলার অসুবিধা।
ঙ. বাক প্রতিবন্ধিতা হলো	বাক সমস্যাগ্রস্তের সাথে।

উত্তর

- ক. ধীরগতিতে কথা বলা উচিত বাক সমস্যাগ্রস্তের সাথে।
 খ. মনোভাব বুঝে সাড়া দেওয়া উচিত বুন্দি প্রতিবন্ধিতায়।
 গ. ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বোঝানো প্রয়োজন শ্রবণ সমস্যাগ্রস্তকে।
 ঘ. অটিস্টিক শিশুর সাথে কথা বলার সময় জটিল শব্দ ব্যবহার করতে হয় না।
 ঙ. বাক প্রতিবন্ধিতা হলো কথা বলার অসুবিধা।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হয়	আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
খ. ছেলেমেয়েরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা করে	শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের।
গ. উপযোগী টয়লেট প্রয়োজন	ছেলেমেয়ে উভয়ের অংশগ্রহণ।
ঘ. বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছেলেমেয়েকে	সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে।
ঙ. পৃথিবীর উন্নয়নে প্রয়োজন	বুন্দি সমস্যাগ্রস্তদের।

উত্তর

- ক. গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হয় বুন্দি সমস্যাগ্রস্তদের।
 খ. ছেলেমেয়েরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা করে সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে।
 গ. উপযোগী টয়লেট প্রয়োজন শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের।
 ঘ. বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছেলেমেয়েকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
 ঙ. পৃথিবীর উন্নয়নে প্রয়োজন ছেলেমেয়ে উভয়ের অংশগ্রহণ।

তৃতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. গারোদের উৎসব	সালজং।
খ. গারোদের আদি ধর্ম	উল্লাই নাংথউ।
গ. গারোদের দেবতা	পুজি।
ঘ. খাসিদের প্রধান দেবতা	সাংসারেক।
ঙ. খাসিদের গ্রাম	ওয়ানগালা।

উত্তর

- ক. গারোদের উৎসব ওয়ানগালা। *[বোর্ড বইয়ে নমুনা প্রশ্ন]*
 খ. গারোদের আদি ধর্ম সাংসারেক।
 গ. গারোদের দেবতা সালজং।
 ঘ. খাসিদের প্রধান দেবতা উল্লাই নাংথউ।
 ঙ. খাসিদের গ্রাম পুজি।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ওঁরাওদের উৎসব	ধার্মেশ।
খ. খাসিদের সমাজব্যবস্থা	জুম চাষ করে।
গ. ওঁরাওদের প্রধান দেবতা	কৃষি।
ঘ. হোরা জীবনধারণ করে	মাতৃতান্ত্রিক।
ঙ. সাঁওতালদের প্রধান পেশা	কারাম।

উত্তর

- ক. ওঁরাওদের উৎসব কারাম। *[বোর্ড বইয়ে নমুনা প্রশ্ন]*
 খ. খাসিদের সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক।
 গ. ওঁরাওদের প্রধান দেবতা ধার্মেশ।
 ঘ. হোরা জীবনধারণ করে জুম চাষ করে।
 ঙ. সাঁওতালদের প্রধান পেশা কৃষি।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. খাসিদের উৎসব	পান ও সুপারি।
খ. খাসিরা বেশি চাষ করে	কারাম উৎসব।
গ. ভাদ্র মাসে পালন করা হয়	চাংক্রান।
ঘ. হো পরিবার	সেং কুটুন্সেম।
ঙ. হোদের উৎসব	পিতৃতান্ত্রিক।

উত্তর

- ক. খাসিদের উৎসব সেং কুটুন্সেম। *[বোর্ড বইয়ে নমুনা প্রশ্ন]*
 খ. খাসিরা বেশি চাষ করে পান ও সুপারি।
 গ. ভাদ্র মাসে পালন করা হয় কারাম উৎসব।
 ঘ. হো পরিবার পিতৃতান্ত্রিক।
 ঙ. হোদের উৎসব চাংক্রান। *[বোর্ড বইয়ে নমুনা প্রশ্ন]*

চতুর্থ অধ্যায় আমাদের স্মরণীয় নেতা

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. মওলানা ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন	শেরে বাংলা।
খ. এ কে ফজলুল হককে বলা হয়	১৯৬২ সালে।
গ. এ কে ফজলুল হক সরকারি চাকরিতে যোগ দেন	মজলুম নেতা।
ঘ. শেরে বাংলা মৃত্যুবরণ করেন	১৯০৬ সালে।
ঙ. আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বলা হয়	১৮৮০ সালে।

উত্তর

- ক. মওলানা ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালে।
 খ. এ কে ফজলুল হককে বলা হয় শেরে বাংলা।
 গ. এ কে ফজলুল হক সরকারি চাকরিতে যোগ দেন ১৯০৬ সালে।
 ঘ. শেরে বাংলা মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬২ সালে।
 ঙ. আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বলা হয় মজলুম নেতা।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. আবদুল হামিদ খানের উপাধি	১৯৭৬ সালে।
খ. মওলানা ভাসানী মৃত্যুবরণ করেন	বাংলার বাঘ।
গ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন	১৮৭৩ সালে।
ঘ. এ কে ফজলুল হক ছিলেন	১৮৯২ সালে।
ঙ. এ কে ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন	ভাসানী।

৬৪৬ পাঞ্জেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

উত্তর

- ক. আবদুল হামিদ খানের উপাধি ভাসানী।
খ. মওলানা ভাসানী মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৬ সালে।
গ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯২ সালে।
ঘ. এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাংলার বাঘ।
ঙ. এ কে ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়	শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
খ. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়	হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।
গ. ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন	১৯৭০ সালে।
ঘ. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন	১৯৬৬ সালে।
ঙ. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	মুসলিম লীগ।

উত্তর

- ক. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয় ১৯৬৬ সালে।
খ. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয় মুসলিম লীগ।
গ. ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
ঘ. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।
ঙ. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

পঞ্চম অধ্যায়) আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয়	১৪ই ডিসেম্বর।
খ. 'এস ফোর্স'-এর নেতৃত্বে ছিলেন	মুজিবনগর সরকার।
গ. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়	এমএজি ওসমানী।
ঘ. বাংলাদেশের প্রথম সরকার	১৯৫৪ সালে।
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি	মেজর কে এম শফিউল্লাহ।

উত্তর

- ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয় ১৯৫৪ সালে।
খ. 'এস ফোর্স'-এর নেতৃত্বে ছিলেন মেজর কে এম শফিউল্লাহ।
গ. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয় ১৪ই ডিসেম্বর।
ঘ. বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার।
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানী।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল	অপারেশন জ্যাকপট।
খ. ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট	ভারতে পাকিস্তানের হামলা।
গ. ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট	বাংলাদেশের প্রথম সরকার।
ঘ. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর	কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।
ঙ. ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর	পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

উত্তর

- ক. ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার।
খ. ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।
গ. ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট অপারেশন জ্যাকপট।
ঘ. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
ঙ. ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারতে পাকিস্তানের হামলা।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের জন্ম	১৯৪৯ সালে।
খ. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জন্ম	১৯৩৬ সালে।
গ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম	১৯৪৩ সালে।
ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম	১৯৩৫ সালে।
ঙ. বীরশ্রেষ্ঠ বুলুল আমীনের জন্ম	১৯৪১ সালে।

উত্তর

- ক. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের জন্ম ১৯৪৩ সালে।
খ. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জন্ম ১৯৪১ সালে।
গ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৯৪৯ সালে।
ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম ১৯৩৬ সালে।
ঙ. বীরশ্রেষ্ঠ বুলুল আমীনের জন্ম ১৯৩৫ সালে।

ষষ্ঠ অধ্যায়) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. পাহাড়পুর অবস্থিত	নারায়ণগঞ্জ জেলায়।
খ. মহাস্থানগড়ের আকৃতি	ঢাকা জেলায়।
গ. লালবাগ কেল্লা অবস্থিত	বগুড়া জেলায়।
ঘ. পানামনগর অবস্থিত	আয়তাকার।
ঙ. মহাস্থানগড় অবস্থিত	নওগাঁ জেলায়।

উত্তর

- ক. পাহাড়পুর অবস্থিত নওগাঁ জেলায়।
খ. মহাস্থানগড়ের আকৃতি আয়তাকার।
গ. লালবাগ কেল্লা অবস্থিত ঢাকা জেলায়।
ঘ. পানামনগর অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ জেলায়।
ঙ. মহাস্থানগড় অবস্থিত বগুড়া জেলায়।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. উয়ারী ও বটেশ্বর নামক গ্রাম দুটি	১১৫টি।
খ. শালবন বিহারে ভিক্ষুক রয়েছে	ময়নামতি।
গ. কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত	৫২টি বাড়ি।
ঘ. বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল	নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।
ঙ. পানামনগরে রয়েছে	পানামনগর।

উত্তর

- ক. উয়ারী ও বটেশ্বর নামক গ্রাম দুটি নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।
খ. শালবন বিহারে ভিক্ষুক রয়েছে ১১৫টি।
গ. কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত পানামনগর।
ঘ. বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ময়নামতি।
ঙ. পানামনগরে রয়েছে ৫২টি বাড়ি।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. ময়নামতি অবস্থিত	ময়নামতিতে।
খ. হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে	'সোমপুর বিহার' নামে।
গ. সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র বলা হতো	১৭৭টি ভিক্ষুককে আছে।
ঘ. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার পরিচিত	কুমিল্লা শহরের কাছে।
ঙ. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে	পানামনগরকে।

উত্তর

- ক. ময়নামতি অবস্থিত কুমিল্লা শহরের কাছে।
 খ. হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে ময়নামতিতে।
 গ. সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র বলা হতো পানামনগরকে।
 ঘ. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার পরিচিত 'সোমপুর বিহার' নামে।
 ঙ. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে ১৭৭টি ভিক্ষুক আছে।

সপ্তম অধ্যায়) দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশের বড়ো উৎসব	বুদ্ধপূর্ণিমা।
খ. বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব	সংস্কৃতির বন্ধনে।
গ. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ একে	মাছ-ভাত।
ঘ. বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার	সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি।
ঙ. বাংলাদেশের নারীদের পোশাক	বাংলা নববর্ষ।

উত্তর

- ক. বাংলাদেশের বড়ো উৎসব বাংলা নববর্ষ।
 খ. বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা।
 গ. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ একে অপরের সাথে আবদ্ধ সংস্কৃতির বন্ধনে।
 ঘ. বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার মাছ-ভাত।
 ঙ. বাংলাদেশের নারীদের পোশাক সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি।

(সেট ২)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. মালদ্বীপের মানুষের পোশাক	উর্দু।
খ. পাকিস্তানের প্রধান ভাষা	ভারতীয় খাবারে।
গ. নিরামিষের প্রাধান্য বেশি	ঈদুল আজহা।
ঘ. মালদ্বীপের প্রধান ধর্মীয় উৎসব	মেলা চিরাগান।
ঙ. পাকিস্তানের একটি উৎসবের নাম	বেশ বৈচিত্র্যময়।

উত্তর

- ক. মালদ্বীপের মানুষের পোশাক বেশ বৈচিত্র্যময়।
 খ. পাকিস্তানের প্রধান ভাষা উর্দু।
 গ. নিরামিষের প্রাধান্য বেশি ভারতীয় খাবারে।
 ঘ. মালদ্বীপের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা।
 ঙ. পাকিস্তানের একটি উৎসবের নাম মেলা চিরাগান।

(সেট ৩)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. উৎসবের দেশ	নিজস্ব ভাষা আছে।
খ. নেপালের প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর	সেচু।
গ. ভুটানিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম	পশতুন পোশাক।
ঘ. আফগানদের জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক	কিরিবাথ।
ঙ. শ্রীলঙ্কার সাধারণ খাবার	ভারত।

উত্তর

- ক. উৎসবের দেশ ভারত।
 খ. নেপালের প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে।
 গ. ভুটানিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম সেচু।
 ঘ. আফগানদের জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক পশতুন পোশাক।
 ঙ. শ্রীলঙ্কার সাধারণ খাবার কিরিবাথ।

অষ্টম অধ্যায়) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. জাতিসংঘ গঠিত হয়	আফগানিস্তান।
খ. ওআইসির জন্ম	আন্তর্জাতিক সংস্থা।
গ. সার্কের সর্বশেষ সদস্যভুক্ত দেশ	১৯৪৫ সালে।
ঘ. জাতিসংঘ একটি	১৯৮৫ সালে।
ঙ. সার্ক গঠিত হয়	১৯৬৯ সালে।

উত্তর

- ক. জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে।
 খ. ওআইসির জন্ম ১৯৬৯ সালে।
 গ. সার্কের সর্বশেষ সদস্যভুক্ত দেশ আফগানিস্তান।
 ঘ. জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।
 ঙ. সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।

(সেট ২)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. ওআইসির সদর দপ্তর	নিউইয়র্ক।
খ. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়	জাতিসংঘ।
গ. জাতিসংঘের সদর দপ্তর	নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।
ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে	জেন্দা।
ঙ. সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত	১৯৭৪ সালে।

উত্তর

- ক. ওআইসির সদর দপ্তর জেন্দা।
 খ. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় ১৯৭৪ সালে।
 গ. জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক।
 ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে জাতিসংঘ।
 ঙ. সার্কের সদর দপ্তর অবস্থিত নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশ ওআইসির	৮।
খ. বাংলাদেশ জাতিসংঘের	১৯৩।
গ. সার্কের সদস্য সংখ্যা	৫৭।
ঘ. জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা	৩২তম সদস্য।
ঙ. ওআইসির সদস্য সংখ্যা	১৩৬তম সদস্য।

উত্তর

- ক. বাংলাদেশ ওআইসির ৩২তম সদস্য।
 খ. বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য।
 গ. সার্কের সদস্য সংখ্যা ৮।
 ঘ. জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩।
 ঙ. ওআইসির সদস্য সংখ্যা ৫৭।

নবম অধ্যায়) রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম	নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে।
খ. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
গ. কর প্রদান করা	রাষ্ট্র।
ঘ. প্রতিটি রাষ্ট্রেরই	আইন মেনে চলা উচিত।
ঙ. সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে	সকল নাগরিকের কর্তব্য।

উত্তর

- ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
 খ. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মেনে চলা উচিত।
 গ. কর প্রদান করা সকল নাগরিকের কর্তব্য।
 ঘ. প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে।
 ঙ. সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ভোট দেওয়া নাগরিকের	সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
খ. বিদ্যালয় একটি	আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
গ. রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা নাগরিকের	একটি সামাজিক ব্যাধি।
ঘ. প্রাপ্তবয়স্ক না হলে বিয়ে দেওয়া	অধিকার।
ঙ. শ্রমিক হিসেবে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো	রাজনৈতিক অধিকার।

উত্তর

- ক. ভোট দেওয়া নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার।
 খ. বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
 গ. রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা নাগরিকের অধিকার।
 ঘ. প্রাপ্তবয়স্ক না হলে বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
 ঙ. শ্রমিক হিসেবে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো একটি সামাজিক ব্যাধি।

(সেট ৩)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. রাষ্ট্রে বসবাস করে	আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
খ. বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে ফোন করতে হবে	সবার সমান মানবাধিকার রয়েছে।
গ. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে	মাদকাসক্তির ফলে।
ঘ. মানবাধিকারের জন্য	১০৯৮ নম্বরে।
ঙ. অপূরণীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়	নির্দিষ্ট জনসমষ্টি।

উত্তর

- ক. রাষ্ট্রে বসবাস করে নির্দিষ্ট জনসমষ্টি।
 খ. বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন রোধে ফোন করতে হবে ১০৯৮ নম্বরে।
 গ. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সবার সমান মানবাধিকার রয়েছে।
 ঘ. মানবাধিকারের জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
 ঙ. অপূরণীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয় মাদকাসক্তির ফলে।

দশম অধ্যায়) নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. পরমতসহিষ্ণুতা একটি	মতামতের গুরুত্ব রয়েছে।
খ. প্রতিটি মানুষের আছে	মানবীয় গুণ।
গ. অন্যের মতকে সম্মান করা হলো	পরমতসহিষ্ণু হতে হবে।
ঘ. সমাজের সকলের	পরমতসহিষ্ণুতা।
ঙ. আমাদের সকলকে	নিজস্ব মতামত।

উত্তর

- ক. পরমতসহিষ্ণুতা একটি মানবীয় গুণ।
 খ. প্রতিটি মানুষের আছে নিজস্ব মতামত।
 গ. অন্যের মতকে সম্মান করা হলো পরমতসহিষ্ণুতা।
 ঘ. সমাজের সকলের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে।
 ঙ. আমাদের সকলকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. সমাজে বাস করে বিভিন্ন	সম্মান করব।
খ. আমরা প্রত্যেকের মতামতকে	পরমতসহিষ্ণুতা।
গ. গণতান্ত্রিক আচরণের পূর্বশর্ত হলো	সমাজে মিলেমিশে বাস করা যায়।
ঘ. পরমতসহিষ্ণুতার কারণে	পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে।
ঙ. পরমতসহিষ্ণুতা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে	ধর্ম ও বর্ণের মানুষ।

উত্তর

- ক. সমাজে বাস করে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ।
 খ. আমরা প্রত্যেকের মতামতকে সম্মান করব।
 গ. গণতান্ত্রিক আচরণের পূর্বশর্ত হলো পরমতসহিষ্ণুতা।
 ঘ. পরমতসহিষ্ণুতার কারণে সমাজে মিলেমিশে বাস করা যায়।
 ঙ. পরমতসহিষ্ণুতা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. পরমতসহিষ্ণুতা	গণতান্ত্রিক।
খ. পরমতসহিষ্ণুতা মানুষকে করে তোলে	আমাদেরকে সহনশীলতা শেখায়।
গ. সমাজের প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন	নিজস্ব মতামত।
ঘ. সকলের মতামত	পরমতসহিষ্ণুতা।
ঙ. সব মানুষের রয়েছে	ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত।

উত্তর

- ক. পরমতসহিষ্ণুতা আমাদেরকে সহনশীলতা শেখায়।
 খ. পরমতসহিষ্ণুতা মানুষকে করে তোলে গণতান্ত্রিক।
 গ. সমাজের প্রত্যেকের বিশ্বাসকে সম্মান করতে প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা।
 ঘ. সকলের মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত।
 ঙ. সব মানুষের রয়েছে নিজস্ব মতামত।

একাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়েছে	জিপিএস।
খ. বড়ো বড়ো শহরের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে	ঢাকায়।
গ. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়	নৌপথের।
ঘ. বাংলাদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনেক	জনপ্রিয়।
ঙ. মানুষের কাছে রেলপথ বেশ	সড়কপথ।

উত্তর

- ক. বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়েছে ঢাকায়।
 খ. বড়ো বড়ো শহরের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে জিপিএস।
 গ. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সড়কপথ।
 ঘ. বাংলাদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনেক নৌপথের।
 ঙ. মানুষের কাছে রেলপথ বেশ জনপ্রিয়।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. আমাদের দেশের সমুদ্রবন্দর রয়েছে	সড়ক, নৌ, রেল ও বিমান।
খ. দেশের দুই ধরনের বিমানবন্দর হলো	ভৈরব।
গ. বাংলাদেশে ব্যবহৃত চার ধরনের পথ হলো	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক।
ঘ. বর্তমানে মানচিত্রে নানাবিধ ব্যবহার হয়	চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রায।
ঙ. দেশের অন্যতম নদীবন্দর	জিপিএস-এর।

উত্তর

- ক. আমাদের দেশের সমুদ্রবন্দর রয়েছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রায।
 খ. দেশের দুই ধরনের বিমানবন্দর হলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক।
 গ. বাংলাদেশে ব্যবহৃত চার ধরনের পথ হলো সড়ক, নৌ, রেল ও বিমান।
 ঘ. বর্তমানে মানচিত্রে নানাবিধ ব্যবহার হয় জিপিএস-এর।
 ঙ. দেশের অন্যতম নদীবন্দর ভৈরব।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সিলেট।
খ. অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম।
গ. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কক্সবাজার।
ঘ. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ঢাকা।
ঙ. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	নীলফামারী।

উত্তর

- ক. সৈয়দপুর বিমানবন্দর নীলফামারী।
 খ. অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর কক্সবাজার।
 গ. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা।
 ঘ. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম।
 ঙ. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেট।

দ্বাদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে বলা হয়	বান্দরবানে।
খ. জাদিপাই জলপ্রপাত অবস্থিত	গাছপালা।
গ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে	রাতারগুল।
ঘ. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মিঠা পানির জলাবন	সাগরকন্যা।
ঙ. মাটির ক্ষয়রোধ করে	সুন্দরবনে।

উত্তর

- ক. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে বলা হয় সাগরকন্যা।
 খ. জাদিপাই জলপ্রপাত অবস্থিত বান্দরবানে।
 গ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে সুন্দরবনে।
 ঘ. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মিঠা পানির জলাবন রাতারগুল।
 ঙ. মাটির ক্ষয়রোধ করে গাছপালা।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের অপর নাম	প্রায় ৯৫%।
খ. শ্রীমঙ্গলকে বলে	সিলেটে।
গ. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে শাল গাছ আছে	বনভূমি।
ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে	প্রকৃতিকন্যা।
ঙ. হাকালুকি হাওড় অবস্থিত	শালবন।

উত্তর

- ক. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের অপর নাম শালবন।
 খ. শ্রীমঙ্গলকে বলে প্রকৃতিকন্যা।
 গ. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে শাল গাছ আছে প্রায় ৯৫%।
 ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে বনভূমি।
 ঙ. হাকালুকি হাওড় অবস্থিত সিলেটে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত	প্রায় ২৫ শতাংশ।
খ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি প্রয়োজন	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত।
গ. শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায়	বনভূমির গুরুত্ব অপরিমিত।
ঘ. জীববৈচিত্র্য রক্ষায়	প্রায় ১৭ শতাংশ।
ঙ. সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ	সুন্দরবনে।

উত্তর

- ক. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত।
 খ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি প্রয়োজন প্রায় ২৫ শতাংশ।
 গ. শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায় সুন্দরবনে।
 ঘ. জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিমিত।
 ঙ. সরকারি হিসাবে বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ।

৬৫০ গাজেরী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সহায়িকা। পরীক্ষা ২০২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

(সেট ১)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন	সীমিত।
খ. লতাপাতা, ফলমূল, মোম, মধু ও বন্যপ্রাণী অন্তর্ভুক্ত	বনজ সম্পদ সংরক্ষণ।
গ. খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার	বনজ সম্পদের।
ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব	বনজ সম্পদ।
ঙ. দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রয়োজন	খাদ্য নিরাপত্তা।

উত্তর

- ক. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন বনজ সম্পদ।
 খ. লতাপাতা, ফলমূল, মোম, মধু ও বন্যপ্রাণী অন্তর্ভুক্ত বনজ সম্পদের।
 গ. খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সীমিত।
 ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব খাদ্য নিরাপত্তা।
 ঙ. দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রয়োজন বনজ সম্পদ সংরক্ষণ।

(সেট ২)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. আমাদের প্রধান খনিজ সম্পদ	লবণ উৎপাদিত হয়।
খ. পানির প্রধান উৎস	গ্যাস ও কয়লা।
গ. সামুদ্রিক মাছ হলো	গ্যাস।
ঘ. সমুদ্রের পানি থেকে	বৃষ্টি।
ঙ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হয়	সমুদ্র সম্পদের একটি অংশ।

উত্তর

- ক. আমাদের প্রধান খনিজ সম্পদ গ্যাস।
 খ. পানির প্রধান উৎস বৃষ্টি।
 গ. সামুদ্রিক মাছ হলো সমুদ্র সম্পদের একটি অংশ।
 ঘ. সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদিত হয়।
 ঙ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হয় গ্যাস ও কয়লা।

(সেট ৩)

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করে	নদীপথ ব্যবহৃত হয়।
খ. সার কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়	বনজ সম্পদের পরিমাণ।
গ. অপরিষ্কৃত নগরায়ণের জন্য	গ্যাস।
ঘ. মালামাল পরিবহণে	শিল্পের কাঁচামাল।
ঙ. বনায়ন করলে বৃষ্টি পায়	বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে।

উত্তর

- ক. প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করে শিল্পের কাঁচামাল।
 খ. সার কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয় গ্যাস।
 গ. অপরিষ্কৃত নগরায়ণের জন্য বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে।
 ঘ. মালামাল পরিবহণে নদীপথ ব্যবহৃত হয়।
 ঙ. বনায়ন করলে বৃষ্টি পায় বনজ সম্পদের পরিমাণ।

চতুর্দশ অধ্যায়) বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. একজন পর্যটন ও ভ্রমণ গাইড গ্রহণ করবেন	বিদেশে।
খ. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়	বৃত্তিমূলক শিক্ষা।
গ. জনসম্পদের একটি বড়ো অংশ রপ্তানি করা হচ্ছে	জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হলে।
ঘ. দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন কাজে	দক্ষ মানুষ।
ঙ. একটি দেশের জনসম্পদ হলো	নিয়োজিত হতে পারে।

উত্তর

- ক. একজন পর্যটন ও ভ্রমণ গাইড গ্রহণ করবেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা।
 খ. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হলে।
 গ. জনসম্পদের একটি বড়ো অংশ রপ্তানি করা হচ্ছে বিদেশে।
 ঘ. দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে পারে।
 ঙ. একটি দেশের জনসম্পদ হলো দক্ষ মানুষ।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে	দক্ষ ম্যানেজার।
খ. বাংলাদেশ একটি	সাধারণ শিক্ষা।
গ. শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজন	জনবহুল দেশ।
ঘ. কারখানা পরিচালনায় দরকার	কারিগরি শিক্ষা।
ঙ. মেডিকেল টেকনিশিয়ান হতে	বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যায়।

উত্তর

- ক. দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যায়।
 খ. বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ।
 গ. শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষা।
 ঘ. কারখানা পরিচালনায় দরকার দক্ষ ম্যানেজার।
 ঙ. মেডিকেল টেকনিশিয়ান হতে দরকার কারিগরি শিক্ষা।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. দেশে কর্মসংস্থান বাড়লে	আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।
খ. ইলেকট্রিশিয়ান হওয়ার জন্য প্রয়োজন	দক্ষ জনশক্তি।
গ. একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি	ইজিনিয়ার হয়।
ঘ. দক্ষ জনশক্তি পরিবারের	মাথাপিছু আয় বাড়বে।
ঙ. প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি	বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

উত্তর

- ক. দেশে কর্মসংস্থান বাড়লে মাথাপিছু আয় বাড়বে।
 খ. ইলেকট্রিশিয়ান হওয়ার জন্য প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষা।
 গ. একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি দক্ষ জনশক্তি।
 ঘ. দক্ষ জনশক্তি পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।
 ঙ. প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ইজিনিয়ার হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়) ব্যক্তিগত বাজেট ও ব্যাংক

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য	সঞ্চয়ের লক্ষ্যে।
খ. ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য	টাকা জমা রাখতে হয়।
গ. মুনাফা অর্জন করতে হলে ব্যাংকে	সুদ।
ঘ. ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে	রশিদ ব্যবহার করা হয়।
ব্যাংক নেয়	
ঙ. মানুষ বাজেট পরিকল্পনা করে	চেক ব্যবহার করতে হয়।

উত্তর

- ক. ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য রশিদ ব্যবহার করা হয়।
(বোর্ড বইয়ে নমুনা গ্রন্থ)
খ. ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য চেক ব্যবহার করতে হয়।
(বোর্ড বইয়ে নমুনা গ্রন্থ)
গ. মুনাফা অর্জন করতে হলে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয়।
(বোর্ড বইয়ে নমুনা গ্রন্থ)
ঘ. ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে ব্যাংক নেয় সুদ।
ঙ. মানুষ বাজেট পরিকল্পনা করে সঞ্চয়ের লক্ষ্যে।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. ব্যাংক এক ধরনের	ঋণ হিসেবে।
খ. ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে টাকা দেয়	ব্যক্তিগত বাজেট।
গ. মানুষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ব্যবহার করে	কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে।
ঘ. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের	আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
পূর্ব পরিকল্পনা হলো	
ঙ. সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ এমনভাবে	সঞ্চয়ের টাকা।
বাজেট করে যাতে	

উত্তর

- ক. ব্যাংক এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
খ. ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে টাকা দেয় ঋণ হিসেবে।
গ. মানুষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ব্যবহার করে সঞ্চয়ের টাকা।
ঘ. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ও ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা হলো ব্যক্তিগত বাজেট।
ঙ. সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মানুষ এমনভাবে বাজেট করে যাতে কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. মানুষ টাকা সঞ্চয় করতে পারে	পুঁজি বা মূলধন।
খ. উদ্ধৃত টাকা মানুষ	মুনাফা।
গ. ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের	সুদ।
সঞ্চিত টাকায় গড়ে ওঠে	
ঘ. যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদেরকে	সঞ্চয় করে।
ব্যাংক প্রদান করে	
ঙ. যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে	ব্যাংকে।
তাদের কাছ থেকে ব্যাংক নেয়	

উত্তর

- ক. মানুষ টাকা সঞ্চয় করতে পারে ব্যাংকে।
খ. উদ্ধৃত টাকা মানুষ সঞ্চয় করে।

- গ. ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় গড়ে ওঠে পুঁজি বা মূলধন।
ঘ. যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদেরকে ব্যাংক প্রদান করে মুনাফা।
ঙ. যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে ব্যাংক নেয় সুদ।

ষোড়শ অধ্যায়) জবুরি পরিস্থিতি

(সেট ১)

বাম	ডান
ক. জলোচ্ছ্বাস হতে পারে	৯৯৯।
খ. দুর্ঘোণের আগাম বার্তার ফোন নম্বর	৩৩৩।
গ. জবুরি সেবার ফোন নম্বর	১৬১৬৩।
ঘ. ফায়ার সার্ভিস হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বর	১০৯০।
ঙ. সরকারি তথ্য ও সেবার ফোন নম্বর	১৫-২০ ফুট উঁচু।

উত্তর

- ক. জলোচ্ছ্বাস হতে পারে ১৫-২০ ফুট উঁচু।
খ. দুর্ঘোণের আগাম বার্তার ফোন নম্বর ১০৯০।
গ. জবুরি সেবার ফোন নম্বর ৯৯৯।
ঘ. ফায়ার সার্ভিস হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বর ১৬১৬৩।
ঙ. সরকারি তথ্য ও সেবার ফোন নম্বর ৩৩৩।

(সেট ২)

বাম	ডান
ক. উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ হলো	ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমানো সম্ভব।
খ. জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে	জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।
গ. দুর্ঘোণকালে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে	প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ।
ঘ. আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায়	স্বচ্ছাসেবক দল।
ঙ. জলোচ্ছ্বাস একটি ভয়াবহ	জলোচ্ছ্বাস।

উত্তর

- ক. উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ হলো জলোচ্ছ্বাস।
খ. জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমানো সম্ভব।
গ. দুর্ঘোণকালে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে স্বচ্ছাসেবক দল।
ঘ. আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।
ঙ. জলোচ্ছ্বাস একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ।

(সেট ৩)

বাম	ডান
ক. বজ্রপাতের আঘাতে	জনসচেতনতার অভাব।
খ. বজ্রপাত হয়	ঝলকানি দেখা যায়।
গ. বজ্রপাতে আকাশে আলোর	বিকট শব্দ হয়।
ঘ. বজ্রপাতের কারণে	বর্ষা মৌসুমে।
ঙ. বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে	গাছপালা পুড়ে যায়।

উত্তর

- ক. বজ্রপাতের আঘাতে গাছপালা পুড়ে যায়।
খ. বজ্রপাত হয় বর্ষা মৌসুমে।
গ. বজ্রপাতে আকাশে আলোর ঝলকানি দেখা যায়।
ঘ. বজ্রপাতের কারণে বিকট শব্দ হয়।
ঙ. বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে জনসচেতনতার অভাব।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— অধ্যায় ১: সেট-১: ক, গ, ঘ, সেট-২: ক, খ, গ, সেট-৩: খ, ঘ, গ; অধ্যায় ২: সেট-১: খ, ঘ, গ, সেট-২: ক, খ, গ, সেট-৩: খ, ঘ, গ; অধ্যায় ৩: সেট-১: ক, খ, ঘ, সেট-২: ক, ঘ, গ, সেট-৩: ক, ঘ, গ; অধ্যায় ৪: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: খ, ঘ, গ, সেট-৩: খ, গ, গ; অধ্যায় ৫: সেট-১: খ, গ, গ, সেট-২: ক, ঘ, গ, সেট-৩: খ, গ, ঘ; অধ্যায় ৬: সেট-১: ক, গ, গ, সেট-২: ক, খ, গ, সেট-৩: ক, গ, ঘ; অধ্যায় ৭: সেট-১: ক, খ, ঘ, সেট-২: খ, ঘ, গ, সেট-৩: ক, ঘ, গ; অধ্যায় ৮: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: ক, গ, ঘ, সেট-৩: ক, গ, গ; অধ্যায় ৯: সেট-১: ক, গ, গ, সেট-২: ক, ঘ, গ, সেট-৩: খ, গ, ঘ; অধ্যায় ১০: সেট-১: খ, গ, ঘ, সেট-২: খ, ঘ, গ, সেট-৩: ক, গ, গ; অধ্যায় ১১: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: ক, গ, ঘ, সেট-৩: খ, গ, গ; অধ্যায় ১২: সেট-১: ক, গ, ঘ, সেট-২: ক, গ, গ, সেট-৩: খ, গ, গ; অধ্যায় ১৩: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: খ, ঘ, গ, সেট-৩: খ, গ, ঘ; অধ্যায় ১৪: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: ক, ঘ, গ, সেট-৩: খ, গ, ঘ; অধ্যায় ১৫: সেট-১: ক, খ, গ, সেট-২: খ, ঘ, গ, সেট-৩: ক, ঘ, গ; অধ্যায় ১৬: সেট-১: খ, গ, ঘ, সেট-২: ক, ঘ, গ, সেট-৩: খ, ঘ, গ।



নিজেকে যাচাই করি: মিলকরণ

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৬-এ তোমার প্রকৃতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশে বৃষ্টি হয়	১১৫টি।
খ. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়	৫৭।
গ. শালবন বিহারে ভিক্ষুক রয়েছে	ধর্ম ও বর্ণের মানুষ।
ঘ. ওআইসির সদস্য সংখ্যা	জুন-জুলাই মাসে।
ঙ. সমাজে বাস করে বিভিন্ন	১৯৬৬ সালে।

সেট ২ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে	জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হলে।
খ. পানির প্রধান উৎস	৯৯৯।
গ. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়	সুন্দরবনে।
ঘ. জরুরি সেবার ফোন নম্বর	আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
ঙ. ব্যাংক এক ধরনের	বৃষ্টি।

সেট ৩ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সম্মান করব।
খ. আমরা প্রত্যেকের মতামতকে	১৯৪৫ সালে।

বাম	ডান
গ. জাতিসংঘ গঠিত হয়	নীলফামারী।
ঘ. মালদ্বীপের মানুষের পোশাক	১৯৪১ সালে।
ঙ. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জন্ম	বেশ বৈচিত্র্যময়।

সেট ৪ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. ওঁরাওদের প্রধান দেবতা	স্ফাট।
খ. শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন	তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
গ. বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে	মুজিবনগর সরকার।
ঘ. বাংলাদেশের প্রথম সরকার	মাছ-ভাত।
ঙ. বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার	ধার্মেশ।

সেট ৫ ডান-বাম মিলকরণ: ৫টি (সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) ১×৫ = ৫

বাম	ডান
ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম	ঢাকায়।
খ. বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়েছে	নিজস্ব মতামত।
গ. প্রতিটি মানুষের আছে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করে	সঞ্চয় করে।
ঙ. উদ্ভূত টাকা মানুষ	শিল্পের কাঁচামাল।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ক. বাংলাদেশে বৃষ্টি হয় জুন-জুলাই মাসে। খ. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয় ১৯৬৬ সালে। গ. শালবন বিহারে ভিক্ষুক রয়েছে ১১৫টি। ঘ. ওআইসির সদস্য সংখ্যা ৫৭। ঙ. সমাজে বাস করে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ।

সেট ২ ক. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে সুন্দরবনে। খ. পানির প্রধান উৎস বৃষ্টি। গ. দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হলে। ঘ. জরুরি সেবার ফোন নম্বর ৯৯৯। ঙ. ব্যাংক এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

সেট ৩ ক. সৈয়দপুর বিমানবন্দর নীলফামারী। খ. আমরা প্রত্যেকের মতামতকে সম্মান করব। গ. জাতিসংঘ গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। ঘ. মালদ্বীপের মানুষের পোশাক বেশ বৈচিত্র্যময়। ঙ. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জন্ম ১৯৪১ সালে।

সেট ৪ ক. ওঁরাওদের প্রধান দেবতা ধার্মেশ। খ. শারীরিক সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন স্ফাট। গ. বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ঘ. বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার। ঙ. বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার মাছ-ভাত।

সেট ৫ ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। খ. বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়েছে ঢাকায়। গ. প্রতিটি মানুষের আছে নিজস্ব মতামত। ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করে শিল্পের কাঁচামাল। ঙ. উদ্ভূত টাকা মানুষ সঞ্চয় করে।